RNI No. 71057/96

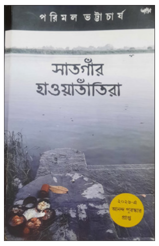

বুক রিভিউ

মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ী

পৃষ্ঠা- ০৫

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

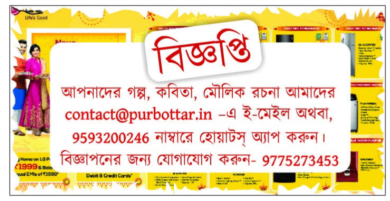

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৬ জুন - ০৯ জুলাই, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 13, Cooch Behar, Friday, 26 June - 09 July, 2026, Pages: 12 Rs. 3

বাজেটে গুরুত্ব পেল উত্তরবঙ্গ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। বাজেটে কর্মসংস্থান, পর্যটন, কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গকে রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনারও ইঙ্গিত মিলেছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগে সরব উত্তরবঙ্গের মানুষ এবারের বাজেট থেকে বাস্তবে কতটা পেল এবং এই বাজেট আদৌ কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে?

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা—দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর—রাজ্যের অর্থনীতি, কৃষি, পর্যটন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একদিকে পাহাড় ও ডুয়ার্সের পর্যটন, অন্যদিকে চা শিল্প, কৃষি উৎপাদন এবং সীমান্তবর্তী বাণিজ্য এই অঞ্চলের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই শিল্পের অভাব, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সংকট, স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমাবদ্ধতা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ঘাটতির অভিযোগ উঠে এসেছে।

এবারের বাজেটে সরকার উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়েছে। পাহাড়, ডুয়ার্স, বনাঞ্চল, নদীভিত্তিক পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে হোমস্টে ব্যবসায়ী, ছোট হোটেল মালিক, গাড়িচালক, পর্যটন গাইড, হস্তশিল্প ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

চা শিল্পও উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বহু চা বাগান দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সংকট, উৎপাদন সমস্যা এবং শ্রমিক সমস্যার মুখোমুখি। বাজেটে এই খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু আর্থিক বরাদ্দ বা ঘোষণা যথেষ্ট নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং কার্যকর বিনিয়োগের মাধ্যমেই এই শিল্পকে স্থিতিশীল করা সম্ভব।

একই সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপরও জোর দিয়েছে সরকার। নতুন চাকরি সৃষ্টি, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বহু শিক্ষিত যুবক কর্মসংস্থানের অভাবে কলকাতা, বেঙ্গালুরু, পুনে, হায়দ্রাবাদ কিংবা দেশের অন্যান্য শহরে পাড়ি দিচ্ছেন। যদি উত্তরবঙ্গে শিল্প ও পরিষেবা খাতের সম্প্রসারণ ঘটে, তাহলে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেকটাই বাড়তে পারে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। সড়ক যোগাযোগ, বাণিজ্যিক পরিকাঠামো, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে শিলিগুড়িকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিকে নতুন গতি দিতে পারে।

তবে উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে এখনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়। কোচবিহারে নতুন শিল্প কবে গড়ে উঠবে, ডুয়ার্সের সমস্যাগ্রস্ত চা বাগানগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে, মালদার কৃষিভিত্তিক শিল্প কতটা প্রসার পাবে, উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে কী নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা, স্থায়ী কর্মসংস্থান কতটা তৈরি হবে—এসব প্রশ্নের বাস্তব উত্তর এখনও সময়ের অপেক্ষায়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারের বাজেট উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়ার স্পষ্ট বার্তা বহন করছে। তবে শুধুমাত্র ঘোষণা নয়, প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণই নির্ধারণ করবে এই বাজেটের সাফল্য।

সব মিলিয়ে বলা যায়, নতুন সরকারের বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য সম্ভাবনার দরজা খুলেছে বটে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। উত্তরবঙ্গের মানুষ এখন আর কেবল প্রতিশ্রুতি শুনতে চান না; তাঁরা চান চোখে পড়ার মতো উন্নয়ন, নতুন শিল্প, স্থায়ী কর্মসংস্থান এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা।

আগামী কয়েক বছরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, এই বাজেট সত্যিই উত্তরবঙ্গের ভাগ্য বদলাতে পেরেছে, নাকি তা শুধুমাত্র ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

উদয়ন গুহর ৫ দিনের জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ছয় দিনের পুলিশ হেফাজত শেষে ২৫ জুন, বৃহস্পতিবার প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এদিন তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আরও হেফাজতের আবেদন জানালেও তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আদালত তাঁকে ৫ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন জানান, শিশু মঙ্গল সমিতির নামে বেআইনিভাবে অর্থ সংগ্রহ ও আত্মসাতের অভিযোগে উদয়ন গুহ-সহ মোট ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। এর আগে 'হাউসিং ফর অল' প্রকল্পে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

আদালত চত্বরে এদিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। মামলার পরবর্তী শুনানিতে তদন্তের অগ্রগতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র আদালতে পেশ করা হতে পারে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২৯ জুন ফের তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে।

চাকরি ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ

পৌরসভার ফাইন্যান্স অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: চাকরি ফেরতের দাবিতে কোচবিহার পৌরসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকরিচ্যুত ১৩৫ জন অস্থায়ী কর্মী। গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার তাঁরা পৌরসভার ফাইন্যান্স অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুনরায় কাজে বহাল রাখার দাবি জানান।

আলোচনার সময় কর্মীদের সঙ্গে ফাইন্যান্স অফিসারের কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডা হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। আন্দোলনকারী কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন কাজ করার পর হঠাৎ চাকরি হারিয়ে তাঁরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। তাই অবিলম্বে তাঁদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। কর্মীদের বক্তব্য, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন তাঁরা।

বজ্রপাতে মৃত এক, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক কৃষিশ্রমিকের। গত ২৩জুন কোচবিহারের সুটকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাগুড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় আরও তিনজন শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন মোট পাঁচজন কৃষিশ্রমিক মাঠে ধান গাড়ার কাজ করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তাঁরা আহত হন। এলাকাবাসীরা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজন শ্রমিককে মৃত ঘোষণা করেন।

বাকি তিনজন আহত শ্রমিক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা ঘিরে উত্তাল মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: ছাত্র-নিগ্রহের অভিযোগে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের শিক্ষক তন্ময় চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হওয়াকে কেন্দ্র করে গত ১৯জুন শুক্রবার বিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র-অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত হয়ে শিক্ষকদের মর্যাদা ও শাসনের অধিকার রক্ষার দাবিতে সরব হন।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, শিক্ষকদের ন্যূনতম শাসনকেও যদি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁদের দাবি, একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যে শাসন করেন, তা কখনও নির্যাতনের সমতুল্য নয়।

এদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহশিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তাঁদের বক্তব্য, "শাসন ও নির্যাতনের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শাসনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, নইলে শিক্ষাব্যবস্থাই প্রশ্নের মুখে পড়বে।"

অন্যদিকে, অভিযোগকারী পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে মামলাটি আদালতে উঠলে অভিযুক্ত শিক্ষক তন্ময় চক্রবর্তী জামিন লাভ করেন। পরে বিদ্যালয়ে ফিরে এলে ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় এবং তাঁর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের ভূমিকা, শাসনের সীমারেখা এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

মাত্র ২ মিনিট দেরি, নিট পুনঃপরীক্ষায় স্বপ্নভঙ্গ প্রার্থীর

বিহারে ধৃত ২৪ ‘সলভার’

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: প্রশ্নফাঁস ও জালিয়াতির জেরে দেশজুড়ে আয়োজিত নিট-ইউজি পুনঃপরীক্ষাতেও পিছু ছাড়ল না বিতর্ক। একদিকে যখন মাত্র কয়েক মিনিট দেরিতে পৌঁছানোর কারণে পরীক্ষা দিতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বহু পরীক্ষার্থী, অন্যদিকে তখনই বিহারে পর্দাফাঁস হলো এক বড়সড় ‘মুন্নাভাই’ বা জালিয়াত চক্রের।

২১ জুন, রবিবার পরীক্ষা চলাকালীন বিহারের লক্ষীসরাইয়ে পুলিশ একটি বড় প্রতারণা চক্রের ২৪ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, আসল পরীক্ষার্থীদের বদলে টাকার বিনিময়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, এইমস এবং পাটনা মেডিকেল কলেজের মেধাবী পড়ুয়ারা ‘সলভার’ হিসেবে পরীক্ষায় বসেছিল। এই চক্রের মূল পাণ্ডা গয়ার মেডিকেল ছাত্র অর্পিত রাজ। এমনকি বায়োমেট্রিক সংস্থার ১৪ জন কর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যারা টাকার বিনিময়ে ভুয়ো পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল।

অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুতে রাজনৈতিক সমাবেশের জেরে সৃষ্ট তীব্র যানজটে আটকে পড়ে বহু পরীক্ষার্থী সময়ে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেননি। মাত্র ২ থেকে ৪ মিনিট দেরির জন্য তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। হতাশ এক পরীক্ষার্থীর বাবা কৃষ্ণ মূর্তি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, “রাজনৈতিক মিছিল শহরের বাইরে হওয়া উচিত। এভাবে ট্রাফিকের জন্য আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া হলো।”

অনুরূপ চিত্র দেখা গিয়েছে মুম্বইয়ের পারেল এলাকার মহর্ষি দয়ানন্দ কলেজেও। কোথাও নথিপত্র হারানো, কোথাও বায়োমেট্রিক বিভ্রাট, আবার কোথাও স্রেফ সময়ের গেরোয় বহু মেধাবীর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ধাক্কা খেল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্ণাটকে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা তুঙ্গে উঠেছে। বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ছাত্র স্বার্থের বদলে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পালটা তোপ দেগে কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়াংক খাড়গে কেন্দ্রীয় সংস্থার অব্যবস্থাপনাকেই দায়ী করেছেন।

রক্ষা পেল চিতল হরিণের দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাগরাকাটা: লোকোপাইলটদের তৎপরতায় রক্ষা পেল একপাল চিতল হরিণ। ২৪ জুন, বুধবার সকালে চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝামাঝি চাপড়ামারি জঙ্গলে ১৫৪৬৭ আপ শিলিগুড়ি-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের চালক অবধেশ কুমার ও সহচালক মনোহর কুমার রেললাইনে হরিণের দল দেখতে পান।

হরিণগুলি রেললাইন পার হওয়ার সময় কয়েকটি লাইনের উপর উঠে পড়ায় দুই চালক দ্রুত জরুরি ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন। হরিণগুলি নিরাপদে জঙ্গলে ফিরে গেলে ট্রেনটি পুনরায় যাত্রা শুরু করে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন জানিয়েছে, রেলপথ সংলগ্ন বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণ রক্ষায় চালকদের সচেতনতা বাড়াতে নিয়মিত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

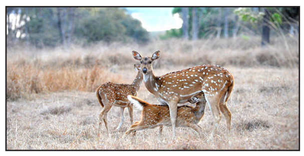

সাহেবগঞ্জে কৃষক সভার ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন

সাহেবগঞ্জ: বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং ধানের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল সারা ভারত কৃষক সভা।

গত ২২জুন সোমবার সংগঠনের ডাকে বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে ব্লক অফিসে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। কৃষক সভার দাবি, সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি বোরো ধানের অভাবী বিক্রি বন্ধ করে প্রতি কুইন্টাল ধান ২,৩৮০ টাকা দরে সরকারি উদ্যোগে ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারাভারত কৃষক সভার দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক সম্পাদক সুনীল সরকার, জেলা নেতৃত্ব তারাপদ বর্মন-সহ অন্যান্য নেতা ও সদস্যরা।

অভিযোগের সুরে বক্তারা বলেন, বহু বৈধ ভোটারের নাম এখনও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং কৃষকরা ধানের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দাবিগুলি পূরণের আহ্বান জানান তাঁরা।

সাংসদকে ঘিরে বিক্ষোভের প্রস্তুতি, পচা ডিম হাতে মহিলাদের জমায়েত

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: গত ২৩জুন মঙ্গলবার কোচবিহারে ফিরেছেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তাঁর নিজের বাড়ি সিতাইয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় মহিলারা নেতাজী বাজার এলাকায় একত্রিত হয়ে বিক্ষোভে শামিল হন। তাঁদের হাতে ছিল পচা ডিম।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও তাঁর স্ত্রী তথা বিধায়ক সংগীতা রায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরির অভিযোগ রয়েছে। তারই প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

মহিলারা জানান, তাঁরা ‘ডিম থেরাপি’ দিয়ে সাংসদকে স্বাগত জানাতে হাজির হয়েছেন। পাশাপাশি, তাঁদের দাবি, কাউকেই সিতাইয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়।

নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধূপগুড়ি: জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করেছে সরকার। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় সড়কে টোটোর চলাচল বন্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে ধূপগুড়িতে শুরু হয়েছে ধরপাকড়।

গত ২২জুন সোমবার ধূপগুড়ির জলঢাকা সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধে অভিযান চালায় পুলিশ। ছাতা মাথায় টোটো চালকদের দাঁড় করিয়ে তাদের জাতীয় সড়কে টোটো না চালানোর পরামর্শ দেন পুলিশ আধিকারিকরা।

একইসঙ্গে বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় অবস্থান করতে দেখা যায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশকর্মীদের।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন টোটো চালকরা। তাঁদের অভিযোগ, এই পদক্ষেপে তাঁদের অর্থ উপার্জন একেবারে সংকটের মুখে। পাশাপাশি যাত্রীদেরও ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

এদিন বাস না পেয়ে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় অপেক্ষা করেন স্কুল পড়ুয়া ও সাধারণ যাত্রীরা। বিকল্প পরিবহণের অভাবে যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে ওঠে। টোটো চালকদের দাবি, জাতীয় সড়কে টোটো চলাচলের অনুমতি দিতে হবে, নতুবা তাদের জীবিকার জন্য দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হারানো মোবাইল ফিরিয়ে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইসলামপুর: হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পাওয়ার আনন্দে মুখে হাসি ফুটল ১৩৯ জনের। গত ২৪জুন বুধবার ইসলামপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের।

ইসলামপুর তিস্তা পল্লী এলাকায়, জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তর সংলগ্ন কনফারেন্স হলে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর জেলার পুলিশ সুপার রাকেশ সিং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার বিভিন্ন থানার মাধ্যমে প্রযুক্তির সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে

মোট ১৩৯টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

দীর্ঘদিন পর নিজের হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন মালিকরা। এই উদ্যোগের জন্য প্রশাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।

সতর্কবার্তা জারি খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের

খবরের কাগজের ঠোঙায় খাবার বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলার অলিগলি থেকে শহরের ব্যস্ত মোড়, চপ, বেগুনি, পেঁয়াজি, সিঙাড়া কিংবা ঝালমুড়ি খবরের কাগজের ঠোঙায় বিক্রি হওয়া এক অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই পদ্ধতিতেই তেলেভাজা ও মুখরোচক খাবার পরিবেশন করে আসছেন অসংখ্য ছোট ব্যবসায়ী। তবে এবার সেই বহুল প্রচলিত অভ্যাসেই লাগতে চলেছে লাগাম।

খাদ্য সুরক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, খাবার মোড়ানো, প্যাকেট করা বা পরিবেশনের কাজে কোনও ধরনের খবরের কাগজ বা ছাপা কাগজ ব্যবহার করা যাবে না। সম্প্রতি মুম্বইয়ে এক বড়া পাও বিক্রেতার বিরুদ্ধে খবরের কাগজে খাবার পরিবেশনের অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি নিয়ে কড়া অবস্থান নেয় কর্তৃপক্ষ।

দপ্তরের দাবি, খবরের কাগজে ব্যবহৃত ছাপার কালি ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ খাবারের সংস্পর্শে এলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে গরম বা তেলযুক্ত খাবারের ক্ষেত্রে কাগজের কালি সহজেই খাবারের মধ্যে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও ব্যবহৃত কাগজ কতটা পরিষ্কার বা স্বাস্থ্যসম্মত, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

এই নির্দেশের ফলে বাংলার বহু রাস্তার খাবারের দোকান ও তেলেভাজা বিক্রেতাদের বিকল্প প্যাকেজিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, কাগজের ঠোঙার পরিবর্তে ফুড-গ্রেড কাগজ, বাটার পেপার বা অনুমোদিত প্যাকেজিং সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত।

যদিও চপ-বেগুনি খবরের কাগজে মুড়ে খাওয়ার স্মৃতি বাঙালির নস্টালজিয়ার অংশ, তবুও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে এই পুরনো অভ্যাস থেকে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ।

নির্দল থাকার সিদ্ধান্ত ভূষণ সিংয়ের

রাজনীতি থেকে অবসর ও তৃণমূল ত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের রাজনীতিতে বড়সড় রদবদল। এবার তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ কাউন্সিলার তথা প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান ভূষণ সিং। ২২ জুন, সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দল ত্যাগের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

ভূষণ সিং জানান, বিগত পুরসভা নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক চাপে পড়ে তিনি তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য হন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি আর এই দলে থাকতে চান না। বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, যে সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে তাঁকে কাউন্সিলার বানিয়েছেন, তাঁদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে পুরসভার বাকি কয়েক মাস তিনি নির্দল কাউন্সিলার হিসেবেই কাজ করবেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ভূষণ বলেন, "আমি আর দলীয় রাজনীতি করব না এবং জীবনে কখনও ভোটেও দাঁড়াব না। এখন থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মতো আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই।"

দলে ইস্তফাপত্র পাঠানো প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "দলটা এখন কোথায় আছে? জেলায় কোনো পার্টি অফিস নেই, জেলা সভাপতিও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাহলে আমি পদত্যাগপত্রটা কাকে দেব?"

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন ভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, সেই সমস্ত আইনি জটিলতা ও তদন্তের হাত থেকে বাঁচতেই হয়তো সুকৌশলে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ালেন এই প্রবীণ নেতা।

কাটমানি ফেরত নিয়ে বিক্ষোভ

পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হলো ডিম

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আবাস যোজনা প্রকল্পে 'কাটমানি' নেওয়ার অভিযোগ ও তা ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পানিশালা অঞ্চলে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের একাংশ বিক্ষোভে শামিল হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ১৮৮ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য সুনন্দা রায় সরকার ও তাঁর স্বামী চিরঞ্জিত সরকার আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নেওয়া অর্থ অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাদের হাতে ফেরত দেন। টাকা ফেরত দেওয়ার সময় বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন বলেও জানা যায়।

এই ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপস্থিত গ্রামবাসীদের একাংশ। তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে ডিম ছোঁড়া হয়।

যদিও ঘটনায় বড় ধরনের কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আবাস যোজনার সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ কতটা সত্য এবং সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্য সুনন্দা রায় সরকার বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাজেয়াপ্ত গাঁজা, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে সম্প্রতি হরিণচাওরা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে, তা বাজেয়াপ্ত করল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি স্কুটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া গাঁজার চালানটি পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে তা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অভিযানের নেতৃত্ব দেন কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি। অভিযানের সময় একজন ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

টাকাগাছে ক্লাবে তালা, উত্তেজনা সামলাতে পুলিশি হস্তক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের টাকাগাছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার একটি ক্লাবে মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে এমন অভিযোগ তুলে স্থানীয় কয়েকজন যুবক ওই ক্লাবে তালা লাগিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ২২ জুন তথা সোমবার।

ঘটনার পরপরই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হন এবং অভিযুক্ত যুবকদের আটকে রাখেন। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটকে থাকা ব্যক্তিদের উদ্ধার করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, অভিযুক্তরা ঘটনাস্থলে শূন্যে গুলি চালিয়েছিল। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলি চালানোর কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বা তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িকভাবে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হলেও, পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পরিদর্শকের দ্বারস্থ অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: তৃণমূল নেতা তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধনঞ্জয় রায় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগপত্র জমা দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। গত ১৯জুন শুক্রবার দুপুরে দিনহাটা-২ ব্লকের দিনহাটা-১ নম্বর সার্কেলের বিদ্যালয় পরিদর্শক দ্রাবিড় দাসের হাতে ওই অভিযোগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

অভিযোগকারীদের দাবি, শিকারপুর এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধনঞ্জয় রায় সরকার দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকলেও হাজিরা খাতায় তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের নামে অর্থ আত্মসাৎ, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা আদায়, নাজিরহাট বাজারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষকে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মতো একাধিক অভিযোগও মার্চ পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে দিনহাটা-১ নম্বর সার্কেলের বিদ্যালয় পরিদর্শক দ্রাবিড় দাস জানান, স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগপত্রটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে এবং বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ধনঞ্জয় রায় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জামাই আদরে জমজমাট শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: বাঙালির অন্যতম জনপ্রিয় পারিবারিক উৎসব জামাইষষ্ঠী। এই বিশেষ দিনকে ঘিরে গত ২০জুন শনিবার সকাল থেকেই কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে দেখা গেল উৎসবের আবহ। শ্বশুর-শাশুড়িদের ভিড়ে উপচে পড়ল বাজার চত্বর। জামাইয়ের পাতে প্রিয় খাবার তুলে দিতে বিভিন্ন ধরনের মাছ, ফলমূল, মিষ্টি ও অন্যান্য সামগ্রী কিনতে সকাল থেকেই বাজারমুখী হন বহু মানুষ।

বিশেষ করে মাছের দোকানগুলিতে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। ইলিশ, পাবদা, চিংড়ি, কাতলা, রুই-সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। অনেকেই আগে থেকেই বাজারে পৌঁছে নিজেদের পছন্দের মাছ কিনে বাড়ি ফিরেছেন। জামাই আদরে কোনও খামতি না রাখতে দাম নিয়ে খুব বেশি দরকষাকষিও করতে দেখা যায়নি ক্রেতাদের।

মাছ বিক্রেতাদের কথায়, বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় জামাইষষ্ঠীর দিন ব্যবসা অনেকটাই বেশি হয়। এদিন ভোর থেকেই বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় এবং দুপুর পর্যন্ত সেই ভিড় অব্যাহত থাকে। ফলে বিক্রেতাদের মুখেও ছিল স্বস্তি ও হাসি।

শুধু মাছ নয়, ফল, মিষ্টি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দোকানগুলিতেও ছিল যথেষ্ট ভিড়। অনেকেই ঐতিহ্য মেনে জামাইয়ের জন্য বিশেষ আয়োজন করতে বিভিন্ন সামগ্রী কিনে নিয়ে যান।

জামাইষষ্ঠী মূলত বাঙালির পারিবারিক সংস্কৃতি ও আত্মীয়তার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার এক বিশেষ দিন। এই দিনে শ্বশুরবাড়িতে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে নানা রকম পদ রান্না করে আপ্যায়ন করার বহু বছরের ঐতিহ্য আজও সমানভাবে বজায় রয়েছে।

কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে এদিনের ভিড় সেই ঐতিহ্যেরই এক জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছে। উৎসব, পারিবারিক ভালোবাসা এবং বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির মেলবন্ধনে সকাল থেকেই জমে উঠেছিল বাজার চত্বর।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৬ জুন- ০৯ জুলাই, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

আইনের শাসন বনাম মব কালচার

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সোনারপুরে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর উন্মত্ত জনতার ডিম, জুতো ও পাথর ছোঁড়ার মতো আক্রমণ এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা একের পর এক গণপিটুনি বা মব ভায়োলেন্সের ঘটনা আইন-শৃঙ্খলার এক চরম বিপর্যয়কে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষোভ বা ব্যক্তিগত অসন্তোষ যতই তীব্র হোক না কেন, ক্ষুব্ধ জনতা যখন দলবদ্ধভাবে রাস্তায় নেমে তাৎক্ষণিক বিচারের নামে হিংসার পথ বেছে নেয়, তখন তা ভারতীয় সংবিধান ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল ভিতকেই নাড়িয়ে দেয়। কোনও সভ্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'মব রুল' বা উন্মত্ত জনতার এই স্বঘোষিত বিচার কোনোভাবেই আইনসম্মত হতে পারে না।

ভারতীয় আইনব্যবস্থায় স্পষ্ট বলা রয়েছে যে, অপরাধী যেই হোক না কেন, তার দোষ প্রমাণ করা এবং শাস্তি দেওয়ার একক একচেটিয়া অধিকার কেবল দেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থার ও আদালতের। দেশের নতুন আইন 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-তেও গণপিটুনি বা মব লিঞ্চিংয়ের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে, কারণ আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া আইনের চোখেই এক মারাত্মক অপরাধ। সাধারণ মানুষ যখন নিজেরা বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করে, তখন সমাজে এক চরম অরাজকতা ও জঙ্গলরাজ কায়েম হয়। আজ রাজনৈতিক নেতার ওপর ক্ষোভ থেকে যে উন্মাদনা তৈরি হচ্ছে, কাল তা যে কোনও সাধারণ নিরপরাধ মানুষের দিকেও ঘুরে যেতে পারে, যার উদাহরণ রাজ্যের নানা প্রান্তে ছেলেধরা বা চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারার ঘটনাগুলো।

জনগণের ক্ষোভ প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার সংবিধানে সুরক্ষিত, কিন্তু সেই ক্ষোভ যখন শারীরিক হেনস্থা ও হিংসাত্মক আক্রমণে রূপ নেয়, তখন তা অপরাধে পরিণত হয়। রাজনৈতিক ফায়দা তোলা বা 'জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ' বলে এই ধরনের মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে প্রশ্রয় দিলে আখেরে রাজ্যেরই অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তাই প্রশাসনকে কোনো দলমত না দেখে এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত ও কঠোরতম আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাকে যদি হিংসামুক্ত এবং আইনের অনুসারী রাজ্য হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হয়, তবে মব কালচারের এই ভয়ঙ্কর প্রবণতাকে গোড়াতেই উপড়ে ফেলতে হবে এবং প্রতিটি নাগরিকের মনে আইনের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে হবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল বহুত্ববাদের আঙিনায় এক জটিল সমীকরণ

উত্তর সম্পাদকীয় ১

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ২০২৬' (ইউসিসি) বিল পেশের সিদ্ধান্ত রাজ্যের সমকালীন রাজনীতি এবং সমাজজীবনে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও যুগান্তকারী মোড় এনে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের 'এক নিশান, এক বিধান, এক সংবিধান' নীতির এই প্রতিফলন রাজ্যটিকে উত্তরাখণ্ড, গুজরাট এবং অসমের পর দেশের চতুর্থ রাজ্য হিসেবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রশাসনিক তৎপরতা যতই থাকুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি তীব্র রাজনৈতিক সচেতন এবং বহুত্ববাদী রাজ্যে এই বিলের ভবিষ্যৎ ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

কার্যবিবরণী কমিটির বৈঠকের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এই বিলটি পেশ করার পেছনে সরকারের এক ধরনের কৌশলগত তাড়াহুড়ো ছিল বলেই মনে হচ্ছে। ২৫ জুন, বৃহস্পতিবার দুপুরের বৈঠকে যা নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি, বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির পর সন্ধ্যার বৈঠকে তা হঠাৎই আগামীদিনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও দূরপ্রসারী সামাজিক বিলের জন্য মাত্র 'এক ঘণ্টা' আলোচনার সময় বরাদ্দ করা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মতো একটি আইন, যা মানুষের বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং দত্তক নেওয়ার মতো ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় অধিকারকে স্পর্শ করে, তা নিয়ে আরও দীর্ঘমেয়াদী বিতর্ক এবং সর্বদলীয় আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহাসিকভাবেই বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ক্ষেত্র। এখানে প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু ঐতিহ্য ও সংস্কার রয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মূল লক্ষ্য আইনের চোখে সকলের সমতা নিশ্চিত করা হলেও, সমালোচকদের ভয় এটি বৈচিত্র্যকে মুছে একপ্রকার সমরূপতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। সংবিধানে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর অধিকার রক্ষার যে কথা বলা হয়েছে, তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু তা যদি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে বা তাঁদের মনে প্রান্তিকীকরণের ভয় তৈরি করে, তবে তা রাজ্যের সামাজিক সম্প্রীতির জন্য শুভ সংকেত নয়।

আইন সংস্কারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নাগরিকের কল্যাণ ও সমাধিকার প্রতিষ্ঠা, কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণ বা বিভাজনের রাজনীতি ত্বরান্বিত করা নয়। আগামীতে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে তীব্র বাদানুবাদ হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। বিরোধী শিবিরের দায়িত্ব হবে কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা না করে, এই বিলের আইনি ও সামাজিক ফাঁকফোকরগুলো তুলে ধরা। অন্যদিকে, শাসক দলের উচিত হবে না সংখ্যার জোরে বিলটি পাস করিয়ে নেওয়া, বরং বিরোধীদের গঠনমূলক পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি যদি সত্যিই প্রগতিশীল এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে আনা হয়ে থাকে, তবে তার খসড়া জনসমক্ষে এনে আরও বিতর্ক ও মতামতের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সংস্কারের চেয়ে সহমত্যের ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্তই গণতন্ত্রকে দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী করে। পশ্চিমবঙ্গ শেষ পর্যন্ত প্রগতির পথে হাঁটবে নাকি তীব্র মেরুকরণের আবর্তে তলিয়ে যাবে, তা আগামীর বিধানসভা এবং তার পরবর্তী সামাজিক প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করবে।

দুর্ঘটনা নয়, এবারেও 'মনুষ্যসৃষ্ট' বিপর্যয়

উত্তর সম্পাদকীয় ২

কলকাতা তারাতলার ব্রেস ব্রিজের কাছে যে নির্মাণাধীন গুদামঘরটি ভেঙে পড়ল, তা কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা নয়। এটি আমাদের সমাজ আর প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা চরম দুর্নীতি আর খামখেয়ালিপনার এক জলজ্যান্ত প্রমাণ। ২৪ জুন, বুধবার দুপুরে বেহেরা ব্রাদার্সের এই তিনতলা গুদামটি যখন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল, তখন তার নিচে চাপা পড়লেন কতগুলো নিরীহ খেটে খাওয়া মানুষ। বেশ কয়েকজন মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা আর অনেকের গুরুতর আহত হওয়ার এই ঘটনা আরও একবার দেখিয়ে দিল যে, সস্তায় বেশি মুনাফা লোটার জন্য কীভাবে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। এটা প্রকৃতির কোনও তাণ্ডব ছিল না, এটা স্পষ্টতই লোভ আর দুর্নীতির তৈরি করা এক চরম বিপর্যয়।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দমকলের কর্মকর্তারা পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, এই তিনতলা লোহার শেড আর সিমেন্টের বিল্ডিংটি তৈরি করতে অত্যন্ত নিম্নমানের জিনিসপত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল। ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলার সময়ই পুরো কাঠামোটা ভেঙে পড়ে। একটা বড় বিল্ডিং তৈরি করার জন্য যে ধরণের নিয়মকানুন ও সুরক্ষাবিধি মানা উচিত, এখানে তার কিছুই মানা হয়নি। সিমেন্টে ভেজাল দেওয়া, বালির পরিমাণে কারচুপি করা বা দুর্বল লোহার বিম ব্যবহার করা তখনই সম্ভব, যখন নজরদারি করার দায়িত্বে থাকা লোকজনের সঙ্গে অসাধু প্রোমোটারদের একটা তলে তলে বোঝাপড়া থাকে। এলাকার মানুষ যে দীর্ঘদিন ধরে এখানে বেআইনি নির্মাণ আর দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন, তা কিন্তু একবিন্দুও মিথ্যা নয়।

সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, এই গুদামটি তৈরি হচ্ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট বা কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের লিজে দেওয়া জমিতে। একটা সরকারি জায়গায় চোখের সামনে প্রায় এক বছর ধরে কোনো সঠিক নকশা বা সুরক্ষার পারমিট ছাড়া কীভাবে এরকম একটা দুর্বল বিল্ডিং খাড়া হয়ে গেল, সেই প্রশ্ন আজ এড়ানো যাবে না। প্রশাসনের একাংশকে টাকা খাইয়ে, সব নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই ধরণের বিপজ্জনক কাজ চালানো যেন এখন একটা সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর এই নোংরা দুর্নীতির মাশুল দিতে হচ্ছে গরিব দিনমজুরদের, যাঁদের একমাত্র দোষ ছিল তাঁরা সেখানে দু-মুঠো পেটের ভাতের জোগাড় করতে কাজ করছিলেন।

দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকারী দল বা পুলিশ প্রশাসন এসে কাজে হাত লাগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষগুলো চলে যাওয়ার পর এই তৎপরতা দেখিয়ে কী লাভ? প্রতিবারের মতো এবারও মন্ত্রী-আমলারা ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত আর শাস্তির চেনা কথা বলে যান। কিন্তু আসল সত্যিটা হলো, এই দুর্নীতির শৃঙ্খল যদি গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা না যায়, তবে কলকাতার বুকে এই ধরণের ঘটনা বারবার ঘটতেই থাকবে। যতক্ষণ না এই বেআইনি কাজের পেছনে থাকা প্রভাবশালী প্রোমোটার এবং তাঁদের সাহায্য করা দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ এই অন্যায় থামবে না। এখন আর দায় এড়ানোর রাজনীতি না করে, এই পচা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাটাকে পুরোপুরি পাল্টানোই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

বিশ্ব ‘সঙ্গীত’ ও ‘যোগ’ দিবস উদযাপন

কোচবিহার: কোচবিহার শিল্পী সংসদের উদ্যোগে বিশ্ব সঙ্গীত দিবস ও বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১জুন রবিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত সরণিস্থ সুরুচি কলা কেন্দ্রে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রথম পর্বে বিভিন্ন ধরনের যোগাসনের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে যোগব্যায়ামের কোনও বিকল্প নেই। যোগ প্রদর্শনী দর্শকদের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ব সঙ্গীত দিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের গান, আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়। সংস্থার সদস্যদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত শিল্পীরাও সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। সঙ্গীত ও যোগচর্চার মাধ্যমে সুস্থ ও সংস্কৃতিমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার বার্তা তুলে ধরাই ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

উত্তরে মহাসমারোহে আয়োজিত ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’

২০ জুন, শনিবার উত্তরবঙ্গ সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে মহাসমারোহে পালিত হয় ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’। কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। শিলিগুড়িতে পুরনিগমের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়; পাশাপাশি বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের উত্তরবঙ্গ শাখার উদ্যোগে সন্ধ্যায় ২০ জুনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে মালদা জেলায় উদযাপনের মূল আকর্ষণ ছিল স্থানীয় লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী ‘গম্ভীরা’ শিল্পকলা। সেখানে জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুরের নেতৃত্বে মালদা শহরের হেড পোস্ট অফিস মোড়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরবর্তীতে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, সরকারি আধিকারিক এবং স্থানীয় স্কুল ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে, ইতিহাস স্মরণ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সমগ্র উত্তরবঙ্গজুড়ে দিনটি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে।

সাতগাঁর হাওয়াতাঁতিরা

মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ী

বুক রিভিউ

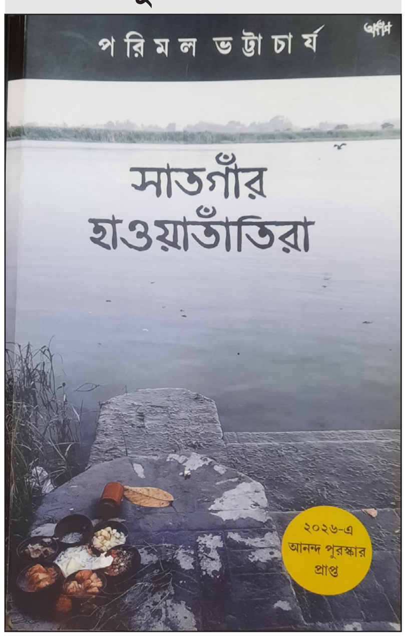

সদ্য পড়া শেষ করেছি লেখক পরিমল ভট্টাচার্যের ২০২৬-এর আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ সাতগাঁর হাওয়াতাঁতিরা এবং মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। একটি কাহিনী, তার অনুষঙ্গে নানা ইতিহাস, নানা ভৌগোলিক অনুসন্ধান কাহিনীটিকে নিটোল বুনটে বেঁধেছে। বিস্মিত হতে হয় লেখকের ভাষা প্রয়োগে, কি কঠোর পরিশ্রম তিনি করেছেন কাহিনী নির্মাণ করতে গিয়ে, ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। কাহিনী থেকে কিছুটা তুলে ধরি।

....তখন চিনি শিলং থেকে ব্যবসার কাজে নিয়মিত কলকাতায় যাওয়া-আসা করে। সেই উপলক্ষে জমে ওঠে শহরে ও শহরতলিতে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা রথীনের বিভিন্ন তুতো ভাইবোনেদের মোচ্ছব। ওরা সকলেই জন্মেছে সুরমা নদীর ধারে একই পাড়ায়। দেশভাগ যখন সিলেটটাকে আসাম থেকে খুবলে নিল, ওরা শহর ছাড়ে। পরিবার ভেঙে খানখান হয়ে যায়। এর অনেকদিন পরে কলকাতার ২৩/৩ কলুটোলা লেনের ছোট্ট বাসায় রথীন যেখানে স্ত্রী শিউলি ও পুত্র বাপ্পাকে নিয়ে চাকরি সূত্রে থিতু, সেখানে ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টায় আবার জড়ো হতে থাকে সবাই!

সাতগাঁয়ের বিখ্যাত ডাক্তার রামপ্রাণ চক্রবর্তী ওরফে পরাণ ডাক্তার বাপ্পার মাতামহ। নিজস্ব এক্কাগাড়িতে চেপে তিনি গ্রামে-গ্রামান্তরে রোগী দেখতে যান। তাঁদের কুলদেবতা আদিরাম। বাপ্পার মাতামহী অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর সরোজা জলে-জলে শব্দতরঙ্গে দূরনিবাসী আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করতে পারেন। তাঁর সইদেরও শিখিয়ে দিয়েছিলেন এই কৌশল। এছাড়াও রয়েছে কত বিচিত্র চরিত্র! শাকম্ভরী, মান্দাসী, বিশু ঠাকুর, হেমন্ত, বসন্ত, আলীসাহেব, নতুন বউ, কানাই, অ্যান্টনি কাকাতুয়া ও আরও কতজন! আর আছে বসন্তের মেয়ে তিতলি, যে জন্মেছিল বাপ্পার জন্মের দু-বছর তিন মাস আট দিন পর, তাকে বাপ্পা ডাকত শুঁয়োপোকা। সে বাপ্পার বোন, সখী ও বন্ধু, বাপ্পার শৈশব থেকে তারুণ্যে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল তিতলিও, তারপর তাদের খুব একটা দেখা হয়নি। কিন্তু হৃদয়ের কোণে অম্লান ছিল প্রাণসখী তিতলির স্মৃতি, যা বারবার ফিরে এসেছে বাপ্পার মনে। সম্ভবত এই গ্রন্থে তার বয়ানে যে কোনও বর্ণনার আগে সে যে মি'লেডি বলে সম্বোধন করেছে কাউকে--- সে হয়তো এই তিতলিই, যাকে উদ্দেশ্য করে তার এই কাহিনী বলা।

মায়ের সঙ্গে বাপ্পার সাতগাঁ যাওয়াটা ছিল কোনও না কোনও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। রথীনের পরিবারের যে অংশটাকে সে দেখতে পেত সেটি ছিল যৌবনের প্রাণরসে ভরা, অপরদিকে শিউলির পরিবার ছিল বার্ধক্যে আচ্ছন্ন। কারুর মৃত্যু আসন্ন জেনে দ্রুত তৈরি হয়ে নামতে নামতে শিউলি রথীনকে জিজ্ঞেস করত, ‘তুমি কি পরে একবার আসবে?’ অফিসের অজুহাত দিয়ে রথীন কখনোই সাতগাঁয়ে যেতে চাইত না।

‘আমি যেদিন মরব সেদিনও তোর বাবা অফিস করবে দেখিস!’ শিউলি একবার ঠাট্টা করে বাপ্পাকে এই কথা বলেছিল। সেকথা অমোঘ সত্য হয়ে গিয়েছিল কয়েক বছর পরে। সেই দিনটির কথা বাপ্পার বারবার মনে পড়ে। কফিহাউসে অনেক মানুষের গুঞ্জরণের মধ্যে, অনেক কথার মধ্যে ঘুরেফিরে বাবা তাকে জানিয়েছিল মায়ের অগ্ন্যাশয়ে ক্যান্সার ধরা পড়েছে, আরোগ্যের সম্ভাবনা কম। কফিহাউসের সেই কোল্ড কফির স্বাদের সঙ্গে জীবনব্যাপী জড়িয়ে গিয়েছিল এক হিম আতঙ্ক ও বিষাদ!

সাতগাঁয়ের মেটেঘরে শেষবার আঁতুড় হয়েছিল বাপ্পার জন্মের সময়, মায়ের অকস্মাৎ প্রসববেদনা শুরু হয়েছিল, সাতগাঁ থেকে সাতমাইল দূরে কোয়াসঁভিল হাসপাতালে অত রাতে নিয়ে যাওয়া যায়নি। তার বহুকাল পরে, বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের বড় হওয়া, পিতা হওয়া, বৃদ্ধ হওয়ারও পরে তাকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল তার নাগরিকত্ব। সে যখন বলেছিল তার জন্ম সাতগাঁয়ের মেটেঘরে, তার জন্মের কোন পঞ্জীকরণ হয়নি, তখন বিদ্রূপ করে বলা হয়েছিল যে সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে সে যে সাহিত্য ফলাচ্ছে, তার কোনও দাম নেই। সে যে এই দেশের নাগরিক তার কাগুজে প্রমাণ চাই, নয়তো সে বৈধ নাগরিক নয়!

এর কোনও সমাধান হয়নি। মানসিক-পারিবারিকভাবে বিপর্যস্ত বাপ্পা প্রশ্ন করে,

.....আর্দ্র মাটির ভেতর দিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরমুহূর্তে, যখনও চোখের পাতা আঠালো জরায়ুরসে বন্ধ, সেই পিছলে সরে যেতে থাকা আদিম দগদগে স্পর্শানুভূতির দেশ কিভাবে দেখানো যাবে হুজুর?

বাপ্পার আর একটি উপলব্ধি হয়,

...যে লতার সন্ধানে হিমালয়ে গিয়েছিলেন রামপ্রাণ, যে লতার ওষধিগুণ মানুষকে তিনজন্মের আয়ু দিতে পারে, যার কথা মেটেরিয়া মেডিকায় লেখা নেই, সেই মরীচিকার সন্ধানে গিয়ে ভুল করেছিলেন আদিরামবাটির শেষ কবিরাজ, কারণ তিন জন্মের আয়ু এই একজন্মেই সম্ভব এবং সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার, অর্থাৎ যা অসুস্থ করে তাই সারিয়ে তোলে, এর একটিই মাত্র উপমান পৃথিবীতে আছে: তার নাম ভালোবাসা।

গ্রন্থটি শেষ করে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে বসে আছি, লেখককে অসংখ্যবার নমস্কার জানাচ্ছি। এই ধরনের গ্রন্থরচনা একটি দীর্ঘকালীন সাধনা, যা একটি কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ উপহার দিয়েছে আমাদের।

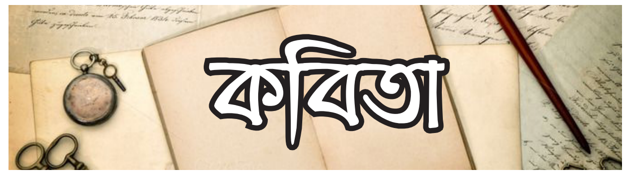

কবি তুমি কে?

শ্রীজি ঘোষ

বাঙালি নাকি জাতকবি!
তবে কোথায় আমার সেই সোনার বাংলা?
যার রূপের মাধুর্য উদ্বুদ্ধ করত হাজারো বাঙালিকে।
যার স্পর্শতরু সৌন্দর্য চোখ থেকে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যেত।
যার বিচিত্র ছবি ও দৃশ্যপট আজও কল্পনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে।

বাঙালি নাকি জাত প্রেমিক!
তবে কোথায় সেই প্রেম?
যার ভালোবাসার মধুচন্দ্রিমার রসে
মনের রক্তক্ষরণও মিষ্টি ব্যথার মতো অনুভূত হত।
যে প্রেম ভাঙা হৃদয়েও স্বপ্ন দেখার উল্লাস জাগিয়ে রাখত।
বিরহ তখন সুখের ছিল।
অপেক্ষা তখন অস্বস্তি নয়, বরং এক মধুর আক্ষেপ;
সত্যিকারের প্রেমের এক নীরব সান্ত্বনা।

কবির কবিত্ব অনেক সময় ভালোবাসার চেয়েও
গভীর হয়ে ওঠে যন্ত্রণার মাঝে।
অপূর্ণতা যেখানে শান্তির নাম,
ক্ষান্তি যেখানে প্রাপ্তির আরেক রূপ।
নেই কোনো কোলাহল,
নেই কোনো ব্যস্ততার বিকল্প।

তবুও কঠিন, বড্ড কঠিন—
সাদা-কালো যন্ত্রণার ভেতর রঙ মিশিয়ে দেওয়া।
তাই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস,
সবাই কবি হয়ে উঠতে পারে না।
কারণ কবিতা কেবল শব্দের বিন্যাস নয়;
কবিতা জন্ম নেয় অনুভূতির গভীরতম ক্ষরণে,
যেখানে মানুষ নিজের ভাঙাচোরা অস্তিত্বকে
শব্দের আশ্রয়ে অমর করে রাখে।

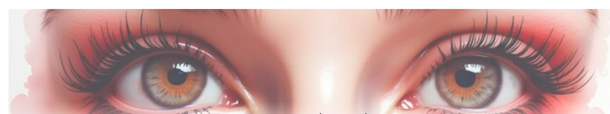

তপস্যা

বিরাজ মন্ডল

যেখানে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে
বিশ্বাস মিশে যায়,
অজানা শব্দে
ভূমিকম্পন হয়।
তখন কি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
জন্ম নেয়?
সে আজীবন মৃতপ্রায়।
সইতে হবে বহু
পথিকের পদাঘাত,
হয়তো হবে চোখ থেকে
রক্তপাত।

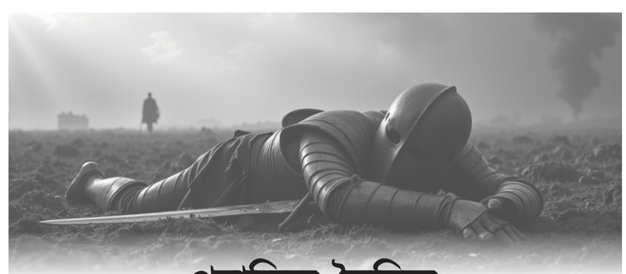

পরাজিত সৈনিক

ননিকা ধর

তোমাকে জয় করার যুদ্ধকৌশল নিয়ে—
আমি এসেছিলাম—এক নিঃশেষিত সৈনিক।
অভিমান ভেজা ছিল বারুদের গন্ধে,
এই যুদ্ধে হার পূর্বনির্ধারিত,
পরাজয়ই ছিল শেষ সিদ্ধান্ত—
তবে আজ এই যুদ্ধে আমিই সেই পরাজিত সৈনিক!

সংশোধনাগারে গীতা পাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন

বালুরঘাট: গত ২১ জুন, রবিবার থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে শুরু হয়েছে নিয়মিত গীতা পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনার আসর।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, ২৫ বছর বয়সী এক বিচারাধীন বন্দির নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন আবাসিক এই পাঠে অংশ নেন। বর্তমানে ৮০২ জন আবাসিক সমৃদ্ধ এই সংশোধনাগারে সর্বধর্মসমন্বয়ের পরিবেশ রয়েছে; যেখানে দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজোর পাশাপাশি প্রতি শুক্রবার নমাজ পাঠের আসরও বসে। সম্প্রতি কয়েকজন আবাসিকের আবেদনের ভিত্তিতে নতুন সুপার রাজেশকুমার মণ্ডল এই গীতা পাঠের অনুমতি দেন।

বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপার রাজেশকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, "সংশোধনাগার শুধু শাস্তি দেওয়ার জায়গা নয়, মানুষের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়নেরও ক্ষেত্র। আবাসিকদের ভালো সাড়ার কারণে প্রতি রবিবার এই আসর বসবে।" কর্তৃপক্ষের আশা, এই উদ্যোগ আবাসিকদের মধ্যে আত্মসমালোচনা ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গ্রামীণ রাস্তা, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন

পলাশবাড়ি: বিগত কিছু দিনের টানা বৃষ্টিতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। কোথাও রাস্তা ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ, কোথাও আবার ধসে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর মেজবিল গ্রামের একটি মেঠো রাস্তা। লাগাতার বৃষ্টির জেরে রাস্তার একাংশ ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাইকেল তো দূরের কথা, হেঁটেও ওই রাস্তা পার হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বাসিন্দাদের প্রায় ছয় কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন পড়ুয়ারাও।

এদিকে অঞ্চলপাড়া এলাকায় একটি রাস্তার মুখ ধসে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের সঙ্গে সংযোগকারী এই রাস্তা বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির বেশ কিছু এলাকায় এখনও রাস্তার উপর জল জমে রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি থেকে উত্তর মেজবিল হয়ে যোগেন্দ্রনগর পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অপেক্ষায়। বহুবার পাকা রাস্তার দাবি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুপর্ণা বর্মন জানান, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার বিষয়টি প্রশাসনের উচ্চমহলে জানানো হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

যোগাযোগ পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার দুধিয়া এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কোর। টানা ভারী বর্ষণ ও বালাসন নদীর জলোচ্ছ্বাসের জেরে দুধিয়া সেতু বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছিল। সম্প্রতি প্রবল বৃষ্টির ফলে নদীর উপর অবস্থিত পুরনো সেতুটি ভেসে যাওয়ায় শিলিগুড়ি, মিরিক এবং সংলগ্ন এলাকার মধ্যে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দা, নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং পর্যটক সকলেই সমস্যার সম্মুখীন হন।

এই পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের আবেদনে দ্রুত সাড়া দিয়ে ভারতীয় সেনা বালাসন নদীর উপর ৩৪ মিটার দীর্ঘ একটি অস্থায়ী ফুটব্রিজ নির্মাণ করেছে। নতুন এই সেতুর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নিরাপদে পায়ে হেঁটে নদী পারাপার করতে পারবেন এবং দীর্ঘদিনের যোগাযোগ সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়েছে। শুধু শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে যাতায়াতই নয়, পশুপতি ফাটক-সহ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগও অনেক সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, সেতু নির্মাণের সময় নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ নির্ভয়ে এটি ব্যবহার করতে পারেন। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের অনুরোধে খুব শীঘ্রই একটি বৃহত্তর বেইলি ব্রিজ নির্মাণের কাজও শুরু করা হবে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যানবাহন চলাচল সম্ভব হবে। স্থানীয়দের মতে, এই উদ্যোগ শুধু দৈনন্দিন যাতায়াতের সুবিধাই ফিরিয়ে আনবে না, এলাকার পর্যটন শিল্পকেও নতুন করে গতি দেবে। পর্যটনের উপর নির্ভরশীল বহু মানুষের জীবিকা আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সেনার এই উদ্যোগ দুধিয়া ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের কাছে বড় স্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে।

চা-বাগান ইস্যুতে চোপড়ায় বৈঠক, উপস্থিত রামনাথ ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

চোপড়া: চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নকে সামনে রেখে গত ২৪জুন বুধবার চোপড়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর।

বৈঠকে চোপড়ার বিভিন্ন চা-বাগানের বর্তমান অবস্থা, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্থানীয় প্রতিনিধিরা মন্ত্রীর কাছে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি তুলে ধরেন।

চা-বাগান এলাকাগুলিতে উন্নয়নের গতি বাড়ানো সহ শ্রমিক পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে স্থানীয়দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

গ্রেপ্তার উদয়ন-ঘনিষ্ঠ বিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের দিনহাটা হাসপাতালে শিশুমঙ্গল সমিতির আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে এবার গ্রেপ্তার হলেন দিনহাটার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ-ঘনিষ্ঠ বিশু ধর।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ২৪জুন বুধবার গভীর রাতে মালদা জেলা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মালদা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে অভিযুক্তকে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হতে পারে। এই গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ঘটনার দিকে নজর রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরও।

লিখুভিতে বিশালাকার সাদা পাইথন

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীর তীরে একটি বিরল সাদা রঙের বিশালাকার পাইথনের দেখা মিলেছে বলে দাবি। দার্জিলিং জেলার লিখুভির এলাকায় তোলা একটি ভিডিও সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই সাপটিকে নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বন্যপ্রাণপ্রেমী এবং বিশেষজ্ঞ মহলেও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে, এটি একটি বিরল অ্যালবিনো পাইথন, যার দেখা পাওয়া প্রকৃতির এক অসাধারণ ঘটনা।

গত কয়েক দিন ধরে সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তা নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। নদীর প্রবল স্রোতে তীরবর্তী বহু এলাকায় ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই লিখুভির কাছে তিস্তার ধারে সাদা রঙের বিশাল সাপটিকে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অনুমান, পাহাড়ি বনাঞ্চলে অতিবৃষ্টির কারণে সাপটি তার স্বাভাবিক আবাসস্থল ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং প্রবল স্রোতে ভেসে নদীর তীরে পৌঁছে যায়।

বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, অ্যালবিনিজম নামক জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে কিছু প্রাণীর শরীরে স্বাভাবিক রঞ্জক পদার্থের অভাব দেখা যায়। এর ফলে তাদের গায়ের রং ধবধবে সাদা বা দুধসাদা হয়ে ওঠে। তবে বন্য পরিবেশে এমন অ্যালবিনো পাইথনের উপস্থিতি অত্যন্ত বিরল। তাই সাপটির প্রকৃত পরিচয় এবং উৎস নিয়ে এখনও নানা প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিকভাবে প্রজাতি নির্ধারণের জন্য আরও পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রয়োজন।

স্থানীয় বাসিন্দা রাধাকৃষ্ণ পানিক্কর সাপটির ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন, যা পরে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিও ঘিরেই এখন জোর চর্চা চলছে। যদি এটি সত্যিই অ্যালবিনো পাইথন হয়ে থাকে, তবে পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের বন্যপ্রাণ জগতে এটি একটি অত্যন্ত বিরল এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বকেয়া বিলের জেরে বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইসলামপুর: দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকার অভিযোগে ইসলামপুর শহরের ছৌচিয়ায় একাধিক বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করল বিদ্যুৎ দপ্তর। গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০-৩৫টি বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ কাটা হয়।

এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবার দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেননি। বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া। বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ দপ্তর এদিন কড়া পদক্ষেপ করে। দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, ধারাবাহিকভাবে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। তার অংশ হিসেবে ইসলামপুরের ছৌচিয়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরায় চালু করা হবে না। বিদ্যুৎ দপ্তরের এই কড়া পদক্ষেপ নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। একাংশের মতে, নিয়মিত বিল পরিশোধ নিশ্চিত করতে এই ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে কিছু বাসিন্দা দপ্তরের কঠোর অবস্থান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

প্রথম ডিভিশনের সেরা খাগড়াবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাব

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: সম্প্রতি জেলা আন্তঃক্লাব ক্রিকেট প্রথম ডিভিশন লিগে চ্যাম্পিয়ন হল খাগড়াবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাব। জেলার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতায় একাধিক শক্তিশালী দলের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত সেরার মুকুট ছিনিয়ে নেয় খাগড়াবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাব।

পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে দলটি ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং তিন বিভাগেই ভারসাম্যপূর্ণ খেলার মাধ্যমে তারা প্রতিপক্ষদের টেক্কা দিয়ে শিরোপা নিজেদের দখলে আনে।

এই জয়ের ফলে খাগড়াবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য, সমর্থক এবং এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে। ক্লাবের এই সাফল্যে জেলার বিভিন্ন মহল থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতেও দলটি একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে বলে আশাবাদী ক্রিকেটপ্রেমীরা।

অনূর্ধ্ব-১১ সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির কৃতিকা, অনূর্ধ্ব-১৩-য় রানার্স দয়িতা

কালিম্পং রাজ্য টেবিল টেনিস

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: কালিম্পংয়ে আয়োজিত 'অল বেঙ্গল স্টেট RANKING টেবিল টেনিস' প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত সাফল্য পেল শিলিগুড়ির কন্যারা। অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলস বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছে শিলিগুড়ির কৃতিকা শৈব। ট্রফি জয়ের লড়াইয়ে ফাইনালে উত্তর ২৪ পরগনার অরিত্রি পালের মুখোমুখি হয়েছিল কৃতিকা। সেখানে প্রতিপক্ষকে ৩-১ গেমে হারিয়ে খেতাব নিজের নামে করে সে।

অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলস বিভাগে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে শিলিগুড়ির আর এক প্রতিভাবান প্যাডলার দয়িতা রায়কে। ফাইনালে তুমুল লড়াই হলেও শেষ পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনার দেবাপ্না অরির কাছে ১-৩ গেমে হেরে যায় দয়িতা। খেতাব হাতছাড়া হলেও তার এই লড়াইকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। প্রতিযোগিতা শেষে এক জমকালো অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন কৃতিকা শৈব ও রানার্স দয়িতার হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

জুনিয়র মহিলা হকি দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: জুলাই মাসের ৫ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সফরের জন্য ২৪ সদস্যের ভারতীয় জুনিয়র মহিলা হকি দল ঘোষণা করেছে হকি ইন্ডিয়া। নতুন কোচ টিম হোয়াইটের অধীনে দলটির এই সফর মূলত জুনিয়র এশিয়া কাপের মতো আগামী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোর প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে।

তরুণ এই দলটির অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাবেন খাইদেম শিলেইমা চানু। এই ৯ দিনের প্রস্তুতি সফরে ভারতীয় দল স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে মোট সাতটি ম্যাচ খেলবে।

প্রয়াত প্রাক্তন কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির ময়দানে নেমে এল শোকের ছায়া। প্রবীণ ফুটবল কোচ স্বপন ঘোষ ২৩ জুন, সোমবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত ও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং এক পুত্রকে রেখে গেলেন। শিলিগুড়ির ফুটবলার তৈরিতে এবং স্থানীয় ফুটবলের প্রসারে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তাঁর প্রয়াণে উত্তরবঙ্গের ক্রীড়ামহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব ও প্রাক্তন ফুটবলাররা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেটে বিবেকানন্দ ক্লাবকে হারিয়ে জয়ী জলপাইগুড়ি আরএসএ

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে আয়োজিত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেটে সহজ জয় তুলে নিল জলপাইগুড়ি আরএসএ। ২৫ জুন বৃহস্পতিবারের ম্যাচে তারা ৭৯ রানের বড় ব্যবধানে তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে পরাজিত করেছে।

এ দিন তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় জলপাইগুড়ি আরএসএ। নির্ধারিত ২০ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান তোলে তারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন অরিত্র দে। জবাবে ১৫৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জলপাইগুড়ির নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে টিকতে পারেনি বিবেকানন্দ ক্লাবের ব্যাটাররা। ১৭ ওভারে মাত্র ৭৫ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে দীপায়ন বর্মন ৩৩ রান করলেও তা জয়সূচক ছিল না। দুর্দান্ত বোলিং করে মাত্র ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন জলপাইগুড়ি আরএসএ-র অভিনব রায়।

ডোপমুক্ত পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াজগত গড়তে জোর

অ্যাথলিটদের জন্য সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: অনিচ্ছাকৃত ডোপিংয়ের ফাঁদ থেকে দেশের ক্রীড়াবিদদের রক্ষা করতে এবং খেলোয়াড় জীবনের শুরুতেই সচেতনতা বাড়াতে একগুচ্ছ বড় পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য। ২৫ জুন, বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে 'ন্যাশনাল ডোপ টেস্টিং ল্যাবরেটরি'-এর এক পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করার সময় মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, এবার থেকে জাতীয় গেমস এবং খেলো ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সমস্ত অ্যাথলিটদের জন্য ডোপ-বিরোধী সচেতনতা শিবিরে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ডোপিং বর্তমানে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র কঠোর শাস্তি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন তৃণমূল স্তরে শিক্ষার প্রসার। ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি কোচ ও সহায়ক কর্মীদের সুবিধার্থে 'নো ইয়োর মেডিসিন' মোবাইল অ্যাপটিকে এবার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি, যাতে গ্রামীণ স্তরের খেলোয়াড়রাও নিষিদ্ধ ওষুধ ও উপাদান সম্পর্কে সহজে বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন।

এর পাশাপাশি বিশ্বমঞ্চে ভারতের এই একমাত্র ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি অনুমোদিত ল্যাবরেটরিটির গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেন ডঃ মাণ্ডব্য। আন্তর্জাতিক স্তরের অ্যাথলিটদের রক্তের নমুনা ভারতে এনে পরীক্ষা করার পরিধি বাড়াতে প্রয়োজনীয় রোডম্যাপ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি, যা ভারতের বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোকে বিশ্বব্যাপী স্তরে আরও মজবুত করবে।

সিএবি-র 'ভিশন ২০২৮'-এর প্রধান ও পেস বোলিং কোচ অশোক দিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: বাংলার ক্রিকেটের মানোন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ তারকা অন্বেষণের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ করল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প 'ভিশন ২০২৮'-এর প্রধান পেস বোলিং কোচ হিসেবে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার অশোক দিন্দাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে, আগামী মাস থেকে শুরু হতে চলা এই বিশেষ কর্মসূচিতে স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার উৎপল চট্টোপাধ্যায়কে। বাংলার প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতেই সিএবি-র এই বিশেষ উদ্যোগ। এই প্রকল্পের আওতায় অনূর্ধ্ব-১৬, অনূর্ধ্ব-১৯, অনূর্ধ্ব-২৩ এবং সিনিয়র বেঙ্গল দলের পুরুষ ও মহিলা বিভাগের প্রধান এবং সহকারী কোচদেরও যুক্ত করা হবে বলে সিএবি সূত্রে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে টিকে রইল ভারতের মেয়েরা

বিশেষ প্রতিবেদন

ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে আয়োজিত আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সহজ জয় তুলে নিয়েছে ভারত। ২৪ জুনের এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ভারতের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান তোলে তারা। ভারতের পক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করে রাধা যাদব ৩টি এবং শ্রী চারণী ২টি উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেফালি বর্মার বিধ্বংসী অর্ধশতরানের ওপর ভর করে ১৬.৫ ওভারেই ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তুলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। মাত্র ৩৪ বলে ৫৩ রানের এক ঝোড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন শেফালি।

গ্রুপ 'এ'-র অন্য একটি ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ৮৮ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ের পর ৪ ম্যাচের মধ্যে ৩টিতে জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। ৪টি ম্যাচের সবকটিতে জিতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া। সমান ম্যাচে ৩টি জয় নিয়ে সেমিফাইনালের লড়াইয়ে বেশ ভালোভাবেই টিকে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই পরিস্থিতিতে আগামী রবিবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে 'উইমেন ইন ব্লু'। সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে সেই ম্যাচে অজিদের হারাতেই হবে ভারতকে।

আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষে ভারত

বিশেষ প্রতিবেদন

সম্প্রতি জার্মানির সুহলে আয়োজিত ২০২৬ আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ধারা বজায় রেখে শীর্ষস্থান দখল করল ভারত। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে ৫০ মিটার পিস্তল ইভেন্টে আরও ৪টি পদক ঝুলিতে পুরে মোট ২৫টি পদক নিয়ে নিজেদের অভিযান শেষ করলেন ভারতীয় শুটাররা। এর মধ্যে রয়েছে ৭টি সোনা, ৮টি রুপো এবং ১০টি ব্রোঞ্জ। ছেলেদের ৫০ মিটার পিস্তল ইভেন্টে ভারতের রাজ চন্দ্র ৫৫১-৮X স্কোর করে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। অন্যদিকে, কুমার যোগেশ, প্রতীক এবং অভিনব চৌধুরীর ভারতীয় ত্রয়ী সম্মিলিতভাবে ১,৬১০-১৫X স্কোর করে দলগত (টিম) ইভেন্টে রুপোর পদক নিশ্চিত করেন। মেয়েদের ৫০ মিটার পিস্তল ইভেন্টেও ভারতীয় দল দারুণ সাফল্য পেয়েছে। ব্যক্তিগত বিভাগে ঐশ্বর্য রবিচন্দ্র বালেহোসুর ৫৪০-১১X স্কোর করে সামান্য ব্যবধানে সোনা হাতছাড়া করলেও রুপো জয় করেন। এছাড়া, পারিশা সাথে জুটি বেঁধে দলগত ইভেন্টে ভারতকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দেন।

এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার জুনিয়র বিশ্ব শুটিংয়ে পদক তালিকার শীর্ষে রইল ভারত; এর আগে পেরুর গুপ্তা ব্যক্তিগত বিভাগে চতুর্থ হলেও, সংস্কৃতি বানা এবং সেজল কাম্বলের লিমায় অনুষ্ঠিত গত সংস্করণেও ২৪টি পদক জিতে দেশ শীর্ষে ছিল।

বিশ্ব প্রবৃদ্ধির নতুন চালিকাশক্তি ভারত: লক্ষ্মী মিত্তাল

কলকাতা: গত ২০ বছর ছিল চীনের প্রবৃদ্ধির যুগ, আর এখন সেই সুযোগ ভারতের সামনে। অবকাঠামো সম্প্রসারণ, নগর আবাসন বৃদ্ধি এবং জ্বালানি রূপান্তর-সংক্রান্ত বিনিয়োগ ভারতের প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমনটাই মনে করছেন আর্সেলরমিত্তালের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান লক্ষ্মী মিত্তাল।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল স্টিল ডায়নামিক্স ফোরাম ২০২৬-এ ভিডিও বার্তায় মিত্তাল বলেন, মিত্তাল স্টিল ও আর্সেলরের একীভূতকরণ একটি আরও শক্তিশালী, বৈচিত্র্যময় ও স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে, যা বৈশ্বিক আর্থিক সংকট ও কোভিড-১৯-এর মতো বড় চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ব্যবসায়িক পরিবেশ ২০০৬ সালের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুতগতির, বৈশ্বিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং পরিবেশগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

চলতি বছরের ৩১ জুলাই আর্সেলরমিত্তালের ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে মিত্তালবলেন, ভারত সহ উদীয়মান অর্থনীতিতে উন্নত দেশগুলোর অবকাঠামো পুনর্গঠন এবং জ্বালানি রূপান্তরের চাহিদা ইস্পাত শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একই সঙ্গে অনুষ্ঠান থেকে তিনি শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক ইস্পাত শিল্প গড়ে তুলতে দেশীয় শিল্পনীতির গুরুত্বের ওপরও জোর দেন।

HCL-টেক গ্র্যান্ট-এর XII এডিশনের আবেদন শুরু

আবেদনের শেষ তারিখ 30 জুন

কলকাতা: HCL ফাউন্ডেশন গ্রামীণ ভারতে টেকসই ও সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন পরিবর্তন নিশ্চিত করতে অলাভজনক সংস্থাগুলোর জন্য 'HCL-টেক গ্র্যান্ট'-এর XII এডিশন শুরুর কথা ঘোষণা করেছে।

জল, জীববৈচিত্র্য, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, এই চারটি থিমের অধীনে গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ করা নির্বাচিত এনজিওগুলোকে মোট ₹ 24 কোটি টাকা দেওয়া হবে। প্রতিটি ক্যাটাগরির সেরা বিজয়ী এনজিও ₹ 5 কোটি টাকা করে এবং অন্য আটটি এনজিও তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য 50 লক্ষ টাকা করে অনুদান পাবে। আবেদনের শেষ তারিখ 30 জুন, 2026।

HCL ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ড. নিধি পুন্ধির বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি গ্রাসরুট লেভেলের সংস্থাগুলো থেকেই সবচেয়ে যুগান্তকারী সমাধান আসে। এই গ্র্যান্টের লক্ষ্য হলো এনজিওগুলোকে তাদের সম্ভাবনা প্রকাশ ও উদ্ভাবনী ধারণাগুলো বড় পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।"

এই গ্র্যান্টের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ভারতের 61,000 গ্রামে 2.3 মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। পাশাপাশি ৩ লক্ষেরও বেশি চারা রোপণ, 68,300 হেক্টরের বেশি জমি পুনরুজ্জীবিত এবং 67,000 টনেরও বেশি কার্বন নির্গমন হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

এ পর্যন্ত HCL ফাউন্ডেশন এই গ্র্যান্টের মাধ্যমে ₹ 203 কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে। গত একাদশ সংস্করণে রাজস্থানের গ্রাভিস ও মহিলা জন অধিকার সমিতি, ঝাড়খণ্ডের লাইভ ফাউন্ডেশন এবং মিজোরামের গুডউইল ফাউন্ডেশনকে ₹ 5 কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছিল।

দেশ গঠনে কর্পোরেটের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার জন্য HCL ফাউন্ডেশন 'প্যান ইন্ডিয়া সিম্পোজিয়ামস 2026'-এরও ঘোষণা করেছে, যা এই বছর ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, নাগপুর এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৫তম শোরুম ফেনেস্তার

হাওড়া: পূর্ব ভারতে উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করতে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় প্রথম শোরুম উদ্বোধন করলো ভারতের এক নম্বর জানালা ও দরজার ব্র্যান্ড ফেনেস্তা । প্লাইউড অ্যান্ড হার্ডওয়্যার কোম্পানি পরিচালিত এই শোরুমটি অবস্থিত গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১৬১, শ্যাম অ্যাপার্টমেন্ট, শিবপুর, হাওড়ায় অবস্থিত।

নতুন এই শোরুমে গ্রাহকরা ফেনেস্তার বিস্তৃত পণ্যের সম্ভার সরাসরি দেখার সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে uPVC ও অ্যালুমিনিয়াম জানালা ও দরজা, সলিড প্যানেল ডোর এবং ফ্যাসাড সলিউশন। আধুনিক স্থাপত্য ও পরিবর্তিত জীবনযাত্রার চাহিদা মাথায় রেখে তৈরি এই শোরুমটি বাড়ির মালিক, স্থপতি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, নির্মাতা এবং ঠিকাদারদের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ গন্তব্য, যেখানে তারা উচ্চমানের, টেকসই এবং নান্দনিক জানালা-দরজার সমাধান পেতে পারবেন।

উদ্বোধন প্রসঙ্গে ফেনেস্তার বিজনেস হেড সাকেত জৈন বলেন, হাওড়ায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রিমিয়াম নির্মাণ সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে। এই শোরুম গ্রাহকদের ফেনেস্তার পণ্য সরাসরি দেখার এবং তাদের প্রকল্পের জন্য সঠিক পছন্দ করার সুযোগ দেবে।

বর্তমানে ফেনেস্তার সারা ভারতে ৪০০-রও বেশি ডিলারের নেটওয়ার্ক রয়েছে। এছাড়া নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ঘানা ও কেনিয়াতেও তাদের উপস্থিতি রয়েছে। হাওড়ার নতুন শোরুম উদ্বোধন ফেনেস্তার সম্প্রসারণ যাত্রার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

যোগের বন্ধনে এক বিশ্ব

কলকাতা: বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিপুল উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পালিত হল ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস । বিভিন্ন দেশের মানুষের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বৈশ্বিক আন্দোলন হিসেবে যোগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এই উদ্যোগের মাধ্যমে আরও একবার সামনে এসেছে।

ভারতে মূল অনুষ্ঠান হয় কলকাতায়। এবারের যোগ দিবসের মূল বার্তা ছিল 'Yoga for Healthy Ageing'। পাশাপাশি, বিদেশ মন্ত্রক ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদ-এর সহযোগিতায় বিশ্বের ২,৫০০-রও বেশি ঐতিহাসিক ও জনসমাগমস্থলে ২১০টিরও বেশি ভারতীয় দূতাবাস ও মিশনের উদ্যোগে যোগাভ্যাসের আয়োজন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির লিঙ্কন মেমোরিয়ালে অনুষ্ঠিত যোগ কর্মসূচিতে শতাধিক মানুষ অংশ নেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নন, বরং যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা। অনুষ্ঠানে আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত বিশেষ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বৃহৎ যোগ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন যোগ বিশেষজ্ঞ এইচ. আর. নাগেন্দ্র।

এছাড়াও সাংহাই, টরন্টো, বার্মিংহাম, জার্মানি, সুইডেন-সহ একাধিক দেশে যোগ দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে অলিম্পিক পার্কে আয়োজিত যোগ উৎসবে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য পৃথক সেশনের পাশাপাশি ভারতীয় খাদ্য ও ঐতিহ্যবাহী পোশাকের প্রদর্শনীও ছিল।

বিশ্বজুড়ে অংশগ্রহণকারীরা জাতিসংঘের ছয়টি সরকারি ভাষায় উপলব্ধ 'কমন যোগা প্রোটোকল' অনুসরণ করে যোগ ও প্রণায়াম অনুশীলন করেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এই ব্যাপক উদযাপন প্রমাণ করে, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে উঠে আসা যোগ আজ এক বিশ্বব্যাপী সুস্থতা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

মডরেক্সের ক্রিপ্টো ভিত্তিক সমীক্ষায় এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা: ভারতের শীর্ষ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম মডরেক্সের 'হাউ ইন্ডিয়া ট্রেডস ক্রিপ্টো ২০২৬' প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের ৬,০০০-এরও বেশি সক্রিয় ক্রিপ্টো ট্রেডার ও বিনিয়োগকারীর উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দেশের সবচেয়ে দৃঢ় আস্থাভিত্তিক ক্রিপ্টো বাজার। রাজ্যের ৬০ শতাংশ ক্রিপ্টো ট্রেডার নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি 'বাই-অ্যান্ড-হোল্ড' বিনিয়োগকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং জাতীয় গড় ৪১.২ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি। ২২টি রাজ্যের ৬,১২০ জন উত্তরদাতাকে নিয়ে করা সমীক্ষা বলছে, পশ্চিমবঙ্গের বিনিয়োগকারীরা স্বল্পমেয়াদি মুনাফার চেয়ে দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ গঠনে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

জাতীয় স্তরেও ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পরিণত মানসিকতার প্রতিফলন দেখা গেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, বাজারে অস্থিরতা থাকলেও ৯১ শতাংশ ভারতীয় ক্রিপ্টো ট্রেডার আতঙ্কে লেনদেন করেন না। ৪১.২ শতাংশ নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, যেখানে স্বল্পমেয়াদি ট্রেডারের হার ২৫.৮ শতাংশ।এছাড়া, ৪৮.৪ শতাংশ উত্তরদাতা তাঁদের মোট পোর্টফোলিওর ১০ শতাংশেরও কম ক্রিপ্টোতে বিনিয়োগ করেন, যা পরিকল্পিত ও পরিমিত বিনিয়োগের প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।

সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, ৩৫-৪৪ বছর বয়সী ট্রেডারদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের হার সর্বোচ্চ, ৪৫.২ শতাংশ। নারী বিনিয়োগকারীদের ৪৬.৪ শতাংশ নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি হোল্ডার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৪০.৭ শতাংশ। স্বল্পমেয়াদি ট্রেডিং করেন ১৭.৯ শতাংশ নারী ও ২৮ শতাংশ পুরুষ।

মডরেক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও এডুল প্যাটেল বলেন, "সমীক্ষাটি দেখায় যে অধিকাংশ ভারতীয় ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারী নিয়মতান্ত্রিক, ধৈর্যশীল এবং বাজারের চাপের মধ্যেও সংযত থাকেন।" মডরেক্সের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ক্রিপ্টো এসআইপি খোলার সংখ্যা ২২০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। একই সময়ে গড় মাসিক বিনিয়োগ বেড়ে ডিসেম্বর নাগাদ ৪,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকায় পৌঁছেছে, যা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের প্রতি বাড়তে থাকা আস্থারই প্রতিফলন।

আলপেনলিবে এবং সুইগি নিয়ে এলো 'সুইটেস্ট সিটি চ্যালেঞ্জ'

কলকাতা: পারফেটি ভ্যান মেল ইন্ডিয়ার জনপ্রিয় ব্র্যান্ড আলপেনলিবে এবং ভারতের অন্যতম সেরা অন-ডিমান্ড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সুইগি যৌথভাবে চালু করল 'আলপেনলিবে সুইটেস্ট সিটি চ্যালেঞ্জ'। ভারতের নতুন যুগের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলেন এই ডেলিভারি পার্টনাররা, যাঁরা প্রতিদিন শহরজুড়ে অসংখ্য মানুষের দরজায় খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেন। পুনে, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, চেন্নাই এবং দিল্লি সহ ভারতের ২০টিরও বেশি শহরে এই চ্যালেঞ্জটি লাইভ করা হবে।

অনন্য এই উদ্যোগটির উদ্দেশ্য হলো, দেশজুড়ে যে লক্ষ লক্ষ গ্রাহক প্রতিদিন ডেলিভারি পার্টনারদের মুখোমুখি হন, তাঁরা যেন অর্ডার নেওয়ার সময় একটু হাসি, আন্তরিকতা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি আলপেনলিবে তাদের 'ইন্ডিয়াস সুইটনেস রিপোর্ট' সমীক্ষায় প্রায় ২৮ হাজার ডেলিভারি পার্টনারের মতামত নেয়। প্রতি ৫টি ডেলিভারির মধ্যে প্রায় ২টি ক্ষেত্রে ডেলিভারি পার্টনাররা গ্রাহকদের আচরণকে 'গড়ের চেয়েও খারাপ' বলে রেট করেছেন। পাশাপাশি, প্রতি ৪টি ডেলিভারির মধ্যে ১টি ক্ষেত্রে গ্রাহকরা কোনো অভিবাদন না জানিয়েই অর্ডার নিয়ে নেন। বেশিরভাগ ভারতীয় গ্রাহক ডেলিভারি পার্টনারদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও, এই দৈনন্দিন কথাবার্তাকে আরও সুন্দর ও অর্থপূর্ণ করে তোলার সুযোগ রয়েছে। এই ক্যাম্পেইন সম্পর্কে পারফেটি ভ্যান মেল ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ডিরেক্টর গুঞ্জন খেতান বলেন, "সুইগির সঙ্গে আমাদের এই 'সুইটেস্ট সিটি চ্যালেঞ্জ' মানুষের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং প্রতিদিনের জীবনে সুন্দর মুহূর্ত তৈরি করতে সাহায্য করবে।"

সুইগি ফুড মার্কেটপ্লেসের 'ড্রাইভোর্স অ্যান্ড ডেলিভারি অর্গ'-এর কোমল অরোরা বলেন, "ডেলিভারি পার্টনাররা আমাদের ব্যবসার প্রধান স্তম্ভ। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে কাজের অভিজ্ঞতা অনেক ভালো হবে। একটি সাধারণ হাসি, ধন্যবাদ বা সামান্য কথাবার্তার মতো ছোট ছোট বিষয় আমাদের পার্টনারদের দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে।"

দেশের সবচেয়ে বড় বিড়ালপ্রেমী শহর কলকাতা

কলকাতা: ভারতের পেট কেয়ার বাজারে এক অনন্য নজির গড়ল কলকাতা। দেশের মধ্যে কলকাতাই এখন সবচেয়ে বড় 'বিড়াল-প্রধান' মার্কেট। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, কলকাতায় কুকুর ও বিড়ালের জন্য অর্ডার করা খাবারের মধ্যে ৮০%-এরও বেশি শুধু বিড়ালের খাবারের জন্য। জাতীয় স্তরেও পোষ্য লালন-পালনের এই প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। সুইগি ইনস্টামার্ট-এর গত এক বছরের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, দেশজুড়ে পেট কেয়ার অর্ডার ৪১% বেড়েছে এবং মোট চাহিদার প্রায় ৬০% জুড়ে রয়েছে ক্যাট ফুড।

সার্বিকভাবে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং দিল্লি সবচেয়ে বড় মার্কেট হলেও, আসল চমক দেখা যাচ্ছে টিয়ার-২ শহরগুলোতে। সেখানে পেট কেয়ার অর্ডারের বার্ষিক বৃদ্ধি ঘটেছে ৯৬%। গুয়াহাটি (+১৪৭৩%), ডিব্রুগড় (+৭৯৬%) ও মিরাটের মতো শহরগুলো এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

বিড়াল ও কুকুরের জনপ্রিয়তার লড়াইয়ে দেখা যাচ্ছে, ভারতের 'ক্যাট ক্যাপিটাল' বা বিড়ালের রাজধানী মুম্বই, যেখানে বেঙ্গালুরু কুকুরপ্রেমীদের তালিকায় শীর্ষে। এছাড়া, পাখির খাবারের চাহিদা ১৭৮% এবং খরগোশের খাবারের চাহিদা ১৩০% বেড়েছে।

খাবারের পাশাপাশি পোষ্যদের গ্রুমিং ও স্বাস্থ্যের ওপরও জোর দিচ্ছেন মালিকরা। 'ডগ শ্যাম্পু' এখন ইনস্টামার্টের সবচেয়ে দ্রুত বাড়তে থাকা সার্চ টার্ম। গ্রেন-ফ্রি বা শস্যহীন খাবারের চাহিদা ১৫২% বেড়েছে এবং মোট অর্ডারের ৪৫% জুড়েই রয়েছে ওয়েট ফুড। পোষ্যদের প্যাম্পার করার ক্ষেত্রে বেঙ্গালুরু ও গুরগাঁও এগিয়ে রয়েছে, যেখানে ডগ আইসক্রিমের সার্চ ২৪৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে ভারতের ১৩০টিরও বেশি শহরের অর্ডারের ওপর ভিত্তি করে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

ক্ষমতা বাড়াতে সুমিত ইন্ডাস্ট্রিজের রাইটস ইস্যু

Sumeet INDUSTRIES LIMITED

কলকাতা: পেট চিপস এবং পলিয়েস্টার ইয়ার্ন প্রস্তুতকারী ভারতের অন্যতম প্রধান সংস্থা সুমিত ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তার যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১৯৯.৭৫ কোটি টাকার একটি রাইটস ইস্যু ঘোষণা করেছে। এই ইস্যুর অধীনে ২ টাকা ফেস ভ্যালুর ১৬.৮৪ কোটি ইকুয়িটি শেয়ার প্রতিটি ১১.৮৬ টাকা মূল্যে অফার করা হচ্ছে।

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এনটাইটেলমেন্ট রেশিও নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫টি শেয়ারের বিপরীতে ৮টি রাইটস শেয়ার। এই রাইটস ইস্যুটি খুলবে ২২ জুন এবং চলবে ২০ জুলাই পর্যন্ত। সংস্থাটি এই রাইটস ইস্যু থেকে প্রাপ্ত মোট ১৯৪.৯০ কোটি টাকার নিট তহবিল চারটি মূল ক্ষেত্রে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০০ কোটি টাকা কার্যকরী মূলধন বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

এছাড়া, সুরাটের নাকোদা লিমিটেডের কাছ থেকে অধিগৃহীত ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন বার্ষিক ক্ষমতাসম্পন্ন পলিয়েস্টার চিপস প্ল্যান্টটি পুনরায় চালু ও পরিচালনার জন্য ৪৯.৯০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। বাকি তহবিলের মধ্যে ২৩ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে মূলধন কাঠামো শক্তিশালী করতে এবং ২২ কোটি টাকা বিদ্যুৎ খরচ কমাতে ও শক্তি সুরক্ষা বাড়াতে একটি ৬.৫ মেগাওয়াটের সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে ব্যবহৃত হবে।

১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সুমিত ইন্ডাস্ট্রিজ বর্তমানে ঈগল গ্রুপের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৬ অর্থবর্ষে সংস্থাটি ১,০৫৩.৮১ কোটি টাকার রাজস্ব এবং ২৭.৩৩ কোটি টাকার প্রফিট আফটার ট্যাক্স অর্জন করেছে। এই পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও ক্ষমতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুমিত ইন্ডাস্ট্রিজ বাজারে তাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে এবং দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল ও লাভজনক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হাজির কেএফসি-এর নতুন মেনু

শিলিগুড়ি: কিছু জিনিসের কোনও যুক্তিপূর্ণ অর্থ হয় না। তবুও... কেন যেন সেগুলো সব সময় মন কেড়ে নেয়! যেমন— চকলেট সমোসা, পান লাড্ডু কিংবা আইসক্রিমের সঙ্গে আচার! আর এখন— দুটি ক্রিসপি চিকেন ফিলে-র ঠিক মাঝখানে রাখা কোরিয়ান নুডলস!

অদ্ভুত সব খাবারের কম্বিনেশনের প্রতি ভারতীয়দের ভালোবাসা সব সময়ই একটু আলাদা। এই স্বভাবকে কাজে লাগিয়েই 'কেএফসি ইন্ডিয়া' নিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন 'ডাবল চিকেন ডাইনামাইট'। যা এক কথায় খাঁটি উন্মাদনার সঞ্চার করবে!

কোনও বান বা রুটি ছাড়া সম্পূর্ণ চিকেনের এই বার্গারটিতে রয়েছে দুটি ক্রিসপি 'জিঙ্গার ফিলে'। আর তার ভেতরে ঠাসা জিভে জল আনা কোরিয়ান নুডলস, কেএফসি-র সিগনেচার স্পাইসি মেয়ো ও চিজ। ওপরে ছিটানো হয়েছে কড়া মশলা, যা এটিকে করে তুলেছে এক অদ্ভুত কম্বিনেশন। এটি একই সঙ্গে ক্রাঞ্চি, চিজি এবং অতুলনীয় সুস্বাদু! আপনি চিকেন লাভার হন, নুডলস লাভার হন, এই 'ডাবল চিকেন ডাইনামাইট' প্রমাণ আপনার কাছে করতে এসেছে যে, মাঝে মাঝে "হবে না কেন?"-টাই সবচেয়ে সেরা উত্তর। আগামী ২৯ জুন থেকে সম্পূর্ণ নতুন এই ডাবল চিকেন ডাইনামাইট ভারতের সমস্ত ১৪০০+ কেএফসি রেস্তোরাঁয় ডাইন-ইন এবং টেকঅ্যাওয়ের জন্য পাওয়া যাবে। পাশাপাশি এটি কেএফসি অ্যাপ, ওয়েবসাইট (HTTPS://ONLINE.KFC.CO.IN/) এবং শীর্ষস্থানীয় ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলোর মাধ্যমেও অর্ডার করা যাবে।

লঞ্চ হলো নতুন স্টেফ্রি এক্সপার্ট এক্সএল ৩ ইন ১ সুরক্ষা

শিলিগুড়ি: মেন্সট্রুয়াল হাইজিন সংক্রান্ত পণ্যের অন্যতম শীর্ষ ব্র্যান্ড স্টেফ্রি® তাদের নতুন পণ্য স্টেফ্রি® এক্সপার্ট এক্সএল বাজারে লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। এই নতুন স্যানিটারি ন্যাপকিনটি নারীদের পিরিয়ডের সময় উন্নত সুরক্ষা, আরাম এবং নিরাপদ ব্যবহারের সুবিধা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

এই লঞ্চের মাধ্যমে স্টেফ্রি তাদের ফেমিনিন হাইজিন পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং আধুনিক নারীদের পরিবর্তিত জীবনযাত্রা ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার উপযোগী একটি উন্নত সমাধান নিয়ে এসেছে।

এর জেল লক পকেট প্রযুক্তি দ্রুত ও গভীরভাবে তরল শোষণ করে, ফলে দীর্ঘ সময় শুকনো অনুভূতি বজায় থাকে। এয়ার সফট কভার ত্বকে নরম ও বায়ু চলাচল উপযোগী

অনুভূতি দেয়, যা সারাদিন আরাম নিশ্চিত করে। প্রতিটি ন্যাপকিন আলাদা মোড়কে প্যাক করা, যা সহজে পকেটে রাখা ও ব্যবহারের পর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ফেলে দেওয়া যায়।

স্টেফ্রি-এর মার্কেটিং ডিরেক্টর সুপ্রিয়া শ্রীনিবাস বলেন, "প্রতিটি নারীর পিরিয়ডের অভিজ্ঞতা আলাদা। তাই আমরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন সমাধান তৈরি করে চলেছি। স্টেফ্রি® এক্সপার্ট এক্সএল এমনই একটি উদ্ভাবনী পণ্য, যা উন্নত শোষণ ক্ষমতা, আরামদায়ক অনুভূতি এবং সহজে ক্যারি করার সুবিধা দেয়।"

পণ্যটির প্রচারের জন্য স্টেফ্রি অভিনেত্রী অদিতি ভাটিয়া, অশনুর কৌর-সহ একাধিক জনপ্রিয় ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে কাজ করেছে। ডিজিটাল ক্যাম্পেইনে পিরিয়ড চলাকালীন নারীদের দৈনন্দিন উদ্বেগ, যেমন লিকেজ, ত্বকের অস্বস্তি এবং বাইরে থাকাকালীন ন্যাপকিন কযারি করার সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছে।

নতুন স্টেফ্রি® এক্সপার্ট এক্সএল সারা দেশের রিটেইল দোকান, আধুনিক ট্রেড আউটলেট, ফার্মেসি, ই-কমার্স এবং কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে। ৬টি ন্যাপকিনের প্যাকের মূল্য ৪৮ টাকা (সমস্ত কর-সহ)। এছাড়াও এটি ১৮ ও ৪০ ইউনিটের প্যাকেও উপলব্ধ।

সাংস্কৃতিক কূটনীতি, 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর বার্তা বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দিচ্ছে ভারতের যোগচর্চা

কলকাতা: বিশ্বমঞ্চে যোগকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের প্রচেষ্টা দেশের সাংস্কৃতিক কূটনীতির অন্যতম সফল উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত এক দশকে এই প্রাচীন ভারতীয় অনুশীলন বিশ্বজুড়ে সুস্থতা ও আন্তর্জাতিক সংযোগের এক শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

এই পরিবর্তনের সূচনা হয় ২০১৪ সালে, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি নজিরবিহীনভাবে ১৭৭টি দেশের সমর্থন লাভ করে এবং মাত্র ৯০ দিনের মধ্যেই গৃহীত হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রসংঘ ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

এরপর থেকে যোগ তার ঐতিহ্যগত সীমা ছাড়িয়ে একটি বৈশ্বিক অনুশীলনে পরিণত হয়েছে। আয়ুষ মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসগুলির সমন্বিত উদ্যোগে প্রতি বছর নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, চীনের গ্রেট ওয়াল এবং আর্জেন্টিনার অলিম্পিক পার্কের মতো ঐতিহাসিক ও প্রতীকী স্থানে বৃহৎ আকারে যোগ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে।

এছাড়াও, ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনগুলি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সারা বছরব্যাপী যোগ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, একাডেমিক কেন্দ্র এবং যোগ বিষয়ক চেয়ার চালু করেছে। পাশাপাশি যোগ সম্পর্কিত নির্দেশিকাগুলি রাষ্ট্রসংঘের ছয়টি সরকারি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

গুয়াহাটিতেও যোগের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ভারতের ওয়েলনেস ও আয়ুষ খাত সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়েছে। শিল্প পর্যবেক্ষকদের মতে, এই প্রবণতা ওয়েলনেস পর্যটন, ঐতিহ্যবাহী স্বাস্থ্যসেবা পণ্য এবং যোগভিত্তিক উদ্যোগের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রও উপকৃত হচ্ছে, কারণ তারা ক্রমবর্ধমান ওয়েলনেস অর্থনীতির অংশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে।

কর্তৃপক্ষের মতে, যোগ কূটনীতি ভারতের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার) দর্শনকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। একই সঙ্গে এটি ভারতের সফট পাওয়ার বা সাংস্কৃতিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছে এবং মানসিক চাপ ও জীবনযাপনজনিত রোগের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সময়ে বিশ্বব্যাপী সুস্থতা ও কল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে।

ডাকার স্বপ্নকে এগিয়ে নিতে বড় পদক্ষেপ হিরো মোটোস্পোর্টস -এর

কলকাতা: হিরো মোটো কর্প -এর তরফে হিরো মোটোস্পোর্টস টিম Rally-র ১০ বছর পূর্তি উদযাপিত হলো জয়পুরের সেন্টার ফর ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি-তে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২০২৪ এফআইএম ওয়ার্ল্ড Rally রেইড চ্যাম্পিয়ন রস ব্রাঞ্চ, নাচো কর্নেজো, মাইকেল ডোকার্টি, ভারতের শ্লোক ঘোরপাড়ে এবং পেশাদার মহিলা বাইকার সোময়া ‘মোক্ষা’ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে হিরো মোটোস্পোর্টস টিম র্যালির হেড অফ মোটোস্পোর্টস ও টিম ম্যানেজার উলফগ্যাং ‘ওয়াফি’ ফিশার, হেড অফ ন্যাশনাল মোটোস্পোর্টস জর্দি গ্রাউ, ডিলার, অংশীদার ও মোটরস্পোর্টস মহলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দশকে পা রেখে হিরো মোটো কর্প তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ঘোষণা করেছে—ডাকার Rally ও এফআইএম ওয়ার্ল্ড Rally- রেইড চ্যাম্পিয়নশিপ-এর আয়োজক আমাউরি স্পোর্টস অর্গানাইজেশন -র সঙ্গে পাঁচ বছরের অংশীদারিত্ব নবীকরণ, ভারতীয় তরুণ র্যালি-রেইড প্রতিভা গড়ে তুলতে ‘ইন্ডিয়াস নেক্সট ডাকর হিরো’ (আইএনডিএইচ) কর্মসূচির সূচনা এবং ১৮ বছর বয়সি অফ-রোড রেসার শ্লোক ঘোরপাড়েকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা।

২০১৬ সালে গঠিত হিরো মোটোস্পোর্টস টিম Rally গত এক দশকে ডাকার র্যালি ও এফআইএম ওয়ার্ল্ড Rally রেইড চ্যাম্পিয়নশিপ -সহ আন্তর্জাতিক র্যালি রেসিংয়ে একাধিক পডিয়াম ফিনিশ ও গুরুত্বপূর্ণ জয় অর্জন করেছে।

‘ইন্ডিয়াস নেক্সট ডাকর হিরো’ কর্মসূচিতে জাতীয় পর্যায়ের তরুণ অফ-রোড রেসারদের দুই থেকে তিন বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। রাইডিং টেকনিক, নেভিগেশন, শারীরিক সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের আন্তর্জাতিক র্যালি রেসিংয়ের জন্য তৈরি করা হবে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে অরুণ থায়াপ্পা স্পেনের CIERZO RALLY-তে HERO 450 RALLY প্রোটোটাইপে আন্তর্জাতিক র্যালি-রেইডে অভিষেক করেন।

মহারাষ্ট্রের সাতারার শ্লোক ঘোরপাড়ে ন্যাশনাল ইন্ডিয়া সুপারক্রস সার্কিটের সব বড় শিরোপা জিতেছেন এবং ইন্ডিয়া সুপারক্রস লীগ -এ দেশের দ্রুততম রেসার হিসেবে শেষ করেছেন। তিনি রস ব্রাঞ্চ ও দলের অন্যান্য রাইডারদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং ডাকার Rally-র প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মরক্কোতে রেস সিমুলেশন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে-তে দেশজুড়ে রাইডারদের এক করল ক্লাসিক লেজেন্ডস

কলকাতা: ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে উপলক্ষে দেশজুড়ে এক বিশেষ উদ্যোগের আয়োজন করল ক্লাসিক লেজেন্ডস। JAWA, YEZDI এবং BSA মোটরসাইকেল ব্র্যান্ডের ২,০০০-এরও বেশি রাইডার ১৯টি রাজ্যের ৫৯টি শহরে একযোগে এই উদযাপনে অংশ নেন। এর মাধ্যমে ভারতে প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল সংস্কৃতি এবং রাইডার কমিউনিটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আরও একবার সামনে এসেছে।

প্রতি বছর ২১ জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হয় ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে। মোটরসাইকেল চালানোর স্বাধীনতা, রোমাঞ্চ এবং সহযাত্রিতার অনুভূতিকে উদযাপন করাই এই দিনের মূল উদ্দেশ্য।

ক্লাসিক লেজেন্ডসের এই বৃহৎ উদ্যোগে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি দেখিয়েছে যে, এখন মোটরসাইকেল শুধু একটি যানবাহন নয়; বরং কমিউনিটি-ভিত্তিক রাইডিং অভিজ্ঞতা প্রিমিয়াম টু-হুইলার বাজারে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ‘গার্ডিয়ান বেল ইনিশিয়েটিভ’-এর সূচনা। মোটরসাইকেল চালকদের মধ্যে বহুদিনের একটি ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত গার্ডিয়ান বেল সাধারণত সহযাত্রী, বন্ধু বা প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া যায়।

এটি শুভকামনা, সুরক্ষা এবং পথচলার সঙ্গীত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। অনুষ্ঠানে রাইডাররা একে অপরকে গার্ডিয়ান বেল উপহার দেন, যা নিরাপত্তা, পারস্পরিক যত্ন এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা বহন করে।

ক্লাসিক লেজেন্ডসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম থারেজা বলেন, “মোটরসাইকেল চালানো শুধুমাত্র একটি যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নয়; এটি মানুষের মধ্যে বন্ধন, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং পথচলার সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা রাইডার কমিউনিটির মধ্যে সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে চাই।”

কলকাতাতেও প্রিমিয়াম ও হেরিটেজ মোটরসাইকেলের প্রতি আগ্রহ দ্রুত বাড়ছে। দীর্ঘ দূরত্বের ট্যুরিং এবং রাইডার ক্লাব সংস্কৃতির প্রসারের ফলে শহরটি এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে।

শিল্প মহলের মতে, ওয়ার্ল্ড মোটরসাইকেল ডে-র মতো কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগ ব্র্যান্ড ও গ্রাহকদের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করতে সাহায্য করছে এবং পূর্ব ভারতে পারফরম্যান্স- ক্লাসিক মোটরসাইকেলের জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে।

JAWA, YEZDI এবং BSA ব্র্যান্ডের মালিক ক্লাসিক লেজেন্ডস জানিয়েছে, তাদের ‘NOMADS’ কমিউনিটিকে আরও শক্তিশালী করা এবং রাইডিং-প্রেমীদের জন্য অর্থবহ অভিজ্ঞতা তৈরি করাই ক্লাসিক লেজেন্ডস-এর এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

সোনি ইন্ডিয়ার নতুন ব্রাভিয়া থিয়েটার লাইনআপ: ঘরেই সিনেমা হলের অভিজ্ঞতা

কলকাতা: ভারতীয় গ্রাহকদের ঘরে বসেই চমৎকার সিনেমাটিক ও ইমার্সিভ অডিওর অভিজ্ঞতা দিতে সোনি ইন্ডিয়া তাদের হোম অডিও পোর্টফোলিও সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেছে। সোনি কর্পোরেশনের গ্লোবাল হেড মিস্টার নেজু দাইসুকে এবং সোনি ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সুনীল নায়ার যৌথভাবে এই নতুন ‘ব্রাভিয়া থিয়েটার’ লাইন আপটি লঞ্চ করেছেন।

এই লাইন আপে রয়েছে ফ্ল্যাগশিপ মডেল ব্রাভিয়া থিয়েটার ট্রায়ো, সাউন্ডবার বার ৭ ও বার ৫, সাবউফার সাব ৯ ও সাব ৮, এবং রিয়ার স্পিকার রিয়ার ৯ ও রিয়ার ৮। সোনির অত্যাধুনিক ৩৬০ স্পেশিয়াল সাউন্ড ম্যাপিং, ডলবি অ্যাটমস এবং ডিটিএস:এক্স প্রযুক্তিতে চালিত এই ডিভাইসগুলো ঘরের মধ্যে একটি নিখুঁত ও বিস্তৃত সাউন্ডস্টেজ তৈরি করে, যা ক্রিয়েটরদের আসল অডিওর ভাবনাকে জীবন্ত করে তোলে।

এতে আরও রয়েছে একটি অনন্য ফিচার—ব্রাভিয়া ডাইরেক্ট কানেক্ট। এর মাধ্যমে কোনও সাউন্ডবার ছাড়াই সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্রাভিয়া টিভির সঙ্গে সাবউফার ও রিয়ার স্পিকার সরাসরি যুক্ত করা যায়, যা গ্রাহকদের বাজেট অনুযায়ী সিস্টেম আপগ্রেড করার ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়।

১ জুলাই ২০২৬ থেকে সোনি স্টোর এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পণ্যগুলো পাওয়া যাবে। মডেলগুলোর আকর্ষণীয় ‘বেস্ট বাই’ মূল্য উল্লেখ করা হল। ১ জুলাই থেকে থিয়েটার ট্রায়ো ও থিয়েটার বার ৭ পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে ১,৬৯,৯৯০ টাকা ও ৮২,৯৯০ টাকায়। ৩ অগাস্ট থেকে থিয়েটার সাব ৮ ও ৯ পাওয়া যাবে যথাক্রমে ৩৪,৯৯০ ও ৭৯,৯৯০ টাকা থেকে। আর থিয়েটার বার ৫ মাত্র ২৯,৯৯০ টাকায় পেয়ে যাবেন ১৮ অগাস্ট থেকে। থিয়েটার রিয়ার-এর এমআরপি রাখা হয়েছে ৮৮,৯৯০ টাকা।

প্রিমিয়াম হোম এন্টারটেইনমেন্ট খাতে ভারতীয় গ্রাহকদের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ করতে সোনি এই বিভাগের সেরা প্রযুক্তি নিয়ে আসার বিষয়টি অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে।

এবার অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টে ‘জাওয়া ৪২ আইভরি’

কলকাতা: লঞ্চের পর থেকেই রাইডারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগানো মোটরসাইকেল ‘জাওয়া ৪২ আইভরি’ এখন অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টে বুকিং করা যাচ্ছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোতে আসায় জাওয়া প্রেমীদের জন্য এখন অনলাইনে এটি কেনা আরও সহজ হয়েছে।

১,৮৪,৯৫০ টাকা (এক্স-শোরুম, নতুন দিল্লি) দামের এই মোটরসাইকেলটি দেশের ১১৮টি শহরে অনলাইনে বুক করা যাচ্ছে। এর রেট্রো ডিজাইন, আইভরি কালার, সিগনেচার ‘৪২’ ডিকাল এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কের চেকার্ড ফ্ল্যাগ মোটিফ এর ক্লাসিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। পুনের শৈলেন্দ্র নানেকর এবং অন্ধ্রপ্রদেশের হরির মতো নতুন বাইক মালিকদের মতে, এর আইভরি শেড ও পাওয়ারফুল পারফরম্যান্স রাস্তায় সবার নজর কাড়ে এবং পুরোনো জাওয়ার নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনে।

এতে রয়েছে শক্তিশালী লিকুইড-কুলড ‘জে-প্যান্থার’ ইঞ্জিন এবং ৬-স্পিড গিয়ারবক্স। অন্যান্য ৩৫০ সিসি বাইকের তুলনায় এটি প্রায় ৪০% বেশি শক্তি উৎপাদন করে, যা শহরের রাস্তা ও দূরপাল্লার সফরের জন্য দারুণ উপযোগী। চালকের বাড়তি নিয়ন্ত্রণের জন্য এতে অ্যাসিস্ট ও স্লিপার ক্লাচ এবং সেরা মানের ব্রেকিং সিস্টেম রয়েছে।

অনলাইন বুকিং প্রক্রিয়ায় সবার আগে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে এক্স-শোরুম বুকিংয়ের টাকা জমা দিতে হবে, স্থানীয় অনুমোদিত ডিলার অর্ডার নিশ্চিত করে বাকি অন-রোড পেমেন্টের জন্য গাইড করবেন। তারপর, শোরুমেই রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্সুরেন্সের কাজ শেষ করে বাইকটি হ্যান্ডওভার করা হবে।

গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কোম্পানি কিছু বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে। যেমন, ৪ বছর বা ৫০,০০০ কিমি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি, ৬ বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি বাড়ানোর সুযোগ, ৮ বছর পর্যন্ত রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স, দেশজুড়ে ৪৫০টিরও বেশি সার্ভিস সেন্টারের সুবিধা।

এআই-চালিত কমপ্লায়েন্সে কেডিকে-র প্রচার

কলকাতা: ভারতের দ্রুত ডিজিটাল হয়ে ওঠা কর ও কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থায় এ আই এবং ক্লাউড-ভিত্তিক সমাধানকে গুরুত্ব প্রদানে কেডিকে সফটওয়্যার তাদের নতুন ব্র্যান্ড প্রচারাভিযান শুরু করেছে, যেখানে জনপ্রিয় অভিনেতা বোমান ইরানি-কে মুখ হিসেবে আনা হয়েছে।

বর্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং আর্থিক পেশাজীবীদের জিএসটি, টিডিএস, আয়কর, মামলা পরিচালনা, নোটিস ও নিয়ন্ত্রক রিপোর্টিংয়ের মতো জটিল বিষয় সামলাতে হচ্ছে। কেডিকে-র মতে, কমপ্লায়েন্স এখন শুধু ব্যাক-অফিসের কাজ নয়, বরং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ও সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সংস্থার এ আই সক্ষম প্ল্যাটফর্ম ‘স্পেকট্রাম ক্লাউড’ জিএসটি, টিডিএস, আয়কর, ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন, মামলা পরিচালনা, বিলিং এবং প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্টকে একটি সমন্বিত ক্লাউড ইকোসিস্টেমে নিয়ে আসে। এর লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া কমিয়ে কমপ্লায়েন্সকে আরও কার্যকর করা।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করা কেডিকে সফটওয়্যার বর্তমানে ১.৫ লক্ষের বেশি ব্যবহারকারীকে পরিষেবা দিচ্ছে এবং বছরে ৮০ লক্ষেরও বেশি ট্যাক্স রিটার্ন প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা করছে। কেডিকে-র প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাপিল গোয়েল বলেন, নিয়ন্ত্রক জটিলতা মোকাবিলায় ব্যবসাগুলির আরও বুদ্ধিমান ও সংযুক্ত কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থার প্রয়োজন। বোমান ইরানি জানান, এই অংশীদারিত্ব বিশ্বাসযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও সরলীকরণের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কলকাতায় জিএসটি-নির্ভর ডিজিটাল কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়ায় সমন্বিত কর-প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মের চাহিদাও বাড়ছে। শহরের এসএমই, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও স্টার্টআপগুলির জন্য স্পেকট্রাম ক্লাউডের মতো এ আই -চালিত সমাধান ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

মণিপাল হাসপাতালে সফল চিকিৎসায় সুস্থ যুবক

শিলিগুড়ি: মণিপাল হাসপাতাল শিলিগুড়ি সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৩২ বছর বয়সি সুমন দাসের (নাম পরিবর্তিত) সফল চিকিৎসা করেছে। গত ২৫ মে বাড়ি ফেরার পথে ভ্যান ও অটোরিকশার সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন তিনি। অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে আনা হলে তাঁর মুখমণ্ডল, ডান চোখের আশপাশ, শরীরের বিভিন্ন অংশ ও বাম পায়ে গুরুতর আঘাত ধরা পড়ে। এরপরেই জরুরি বিভাগে তাঁকে ইন্টিউবেশন করে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের সমন্বিত দল তাঁর চিকিৎসা করে এবং মুখমণ্ডলের জটিল আঘাতে ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি করা হয়।

প্রায় তিন সপ্তাহের নিবিড় চিকিৎসা, পর্যবেক্ষণ ও ফিজিওথেরাপির পর তাঁর অবস্থার উন্নতি হয় এবং গত ১৬ জুন ২০২৬-এ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন বিভাগের কনসালট্যান্ট ডাঃ পায়েল বসু জানান, সময়মতো জরুরি ও সমন্বিত চিকিৎসাই রোগীর সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। নিউরোসার্জারি বিভাগের কনসালট্যান্ট ডাঃ অনুরূপ সাহা বলেন, মাথা ও মুখের গুরুতর আঘাতে দ্রুত বিশেষায়িত চিকিৎসা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ জরুরি। সুমন দাসের স্ত্রী দীপা দাস (নাম পরিবর্তিত) বলেন, "চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষ চিকিৎসা ও সহায়তায় তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।" এই ঘটনা সড়ক নিরাপত্তা, দ্রুত জরুরি চিকিৎসা এবং সমন্বিত ট্রমা কেয়ারের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

ভি পোস্টপেইডে ৩ মাসের ফ্রি স্পটিফাই

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম শীর্ষ টেলিকম অপারেটর ভি বিশ্বের জনপ্রিয় অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাই-এর সঙ্গে নতুন অংশীদারিত্বের ঘোষণা করেছে। এর ফলে ভি-এর যোগ্য পোস্টপেইড গ্রাহকরা নতুন সংযোগ চালু বা বিদ্যমান সংযোগ বজায় রাখলেই কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই ৩ মাসের স্পটিফাই প্রিমিয়াম উপভোগ করতে পারবেন।

এই অফারের মাধ্যমে গ্রাহকরা পাবেন বিজ্ঞাপনহীন গান শোনার সুবিধা, অফলাইন ডাউনলোড, আনলিমিটেড স্কিপ, সম্পূর্ণ প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ এবং ৩২০ কেবিপিএস পর্যন্ত উচ্চমানের অডিও স্ট্রিমিং। ভি-এর চিফ মার্কেটিং অফিসার অবনীশ খোসলা বলেন, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য আরও উন্নত প্রিমিয়াম মিউজিক ও অডিও অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা হবে এবং ভি-এর বিনোদন পরিষেবার পরিধি আরও শক্তিশালী হবে।

স্পটিফাই ইন্ডিয়া-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমরজিৎ বাত্রা বলেন, ভি-এর সঙ্গে ভারতের প্রথম টেলিকম অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আরও বেশি মানুষের কাছে স্পটিফাই প্রিমিয়াম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, যা সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য উন্নত মানের শ্রবণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। যে গ্রাহকরা আগে স্পোটিফাই ব্যবহার করেননি, তাঁরা ভি অ্যাপ-এর মাধ্যমে এই সুবিধা অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন।

এই অফারটি ৪৫১, ৫৫১, ৭৫১ ও ১২০১ টাকা (আরডিএক্স)-এর ব্যক্তিগত পোস্টপেইড প্ল্যান এবং নির্দিষ্ট ফ্যামিলি পোস্টপেইড প্ল্যান-এ উপলব্ধ। ফ্যামিলি প্ল্যানে শুধুমাত্র প্রাথমিক সদস্য এই সুবিধা পাবেন। তিন মাসের বিনামূল্যের সময়সীমা শেষ হলে গ্রাহকরা ভি-এর 'অ্যাড টু বিল' সুবিধার মাধ্যমে মাসিক ১৩৯ টাকা দিয়ে স্পটিফাই প্রিমিয়াম চালিয়ে যেতে পারবেন।

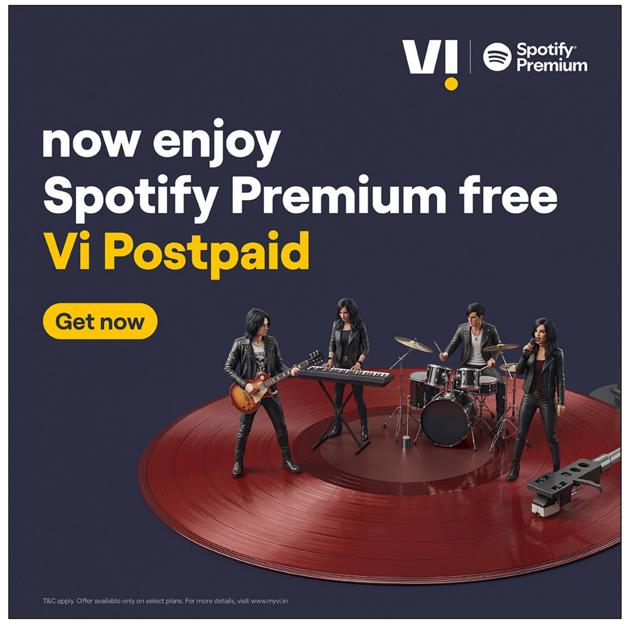

সড়ক নিরাপত্তায় তথ্যভিত্তিক নীতির ওপর জোর

কলকাতা: ২০২৪ সালে ভারতে সড়ক দুর্ঘটনায় ১.৮ লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হওয়ার প্রেক্ষাপটে, ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও গুরুতর আহতের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার কলকাতায় নীতিনির্ধারক, গবেষক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন। রোড সেফটি নেটওয়ার্ক (আরএসএন) ও আইআইটি খড়গপুরের উদ্যোগে আইআইটি খড়গপুর রিসার্চ পার্কে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, বৈজ্ঞানিক গতিনিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ নগর পরিবহণ নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষজ্ঞরা উন্নত পরিকাঠামো, তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা এবং সমন্বিত উদ্যোগের ওপর জোর দেন।

আলোচনায় উঠে আসে, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের সড়ক দুর্ঘটনা ২০২৪-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, অতিরিক্ত গতির কারণে দেশের ৬২ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনা এবং এক লক্ষেরও বেশি মৃত্যু ঘটেছে। পথচারী ও দুই-চাকার যানবাহনের আরোহীরাই সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বৈজ্ঞানিক গতিনিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে দেশের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আইআইটি খড়গপুরের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, বালিহাটি থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত এন এইচ-১৬-র ৫১ কিলোমিটার অংশে নকশাভিত্তিক হস্তক্ষেপের ফলে গাড়ির গতি সর্বোচ্চ ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে এবং দুর্ঘটনার তীব্রতা ও প্রাণহানিও হ্রাস পেয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিরাপদ সড়ক নকশা, বাস্তবভিত্তিক গতিসীমা, প্রযুক্তিনির্ভর আইন প্রয়োগ, উন্নত জরুরি পরিষেবা এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ালেই ভারতের সড়ক নিরাপত্তা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

কলকাতা মেট্রোর আধুনিকীকরণে এবিবি প্রযুক্তির ব্যবহার

কলকাতা: ভারতের প্রথম মেট্রো রেল 'কলকাতা মেট্রো' তাদের ক্রমবর্ধমান পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা বাড়াতে প্রযুক্তি সংস্থা এবিবি-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। বর্তমানে এই ৭২ কিমি দীর্ঘ মেট্রো নেটওয়ার্ক প্রতিদিন ৩০০টিরও বেশি ট্রিপে প্রায় ৫ লক্ষ যাত্রীকে পরিষেবা দিচ্ছে। শহরের যানজট কমাতে এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াত নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মেট্রোর বিভিন্ন স্টেশন ও টানেলে এবিবি-র উন্নত বিদ্যুতায়ন এবং মোশন-কন্ট্রোল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্যাস-ইনসুলেটেড সুইচগিয়ার, বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ। এই প্রযুক্তিগুলো কম জায়গা নিয়ে মেট্রোর কাজ সচল রাখে এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে। এছাড়া, এবিবি মোশনের বিশেষ ড্রাইভগুলো স্টেশন ও টানেলের ভেন্টিলেশন ও কুলিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে যাত্রীদের আরাম নিশ্চিত করে এবং জরুরি অবস্থায় ধোঁয়া নিষ্কাশনে সাহায্য করে। এটি গড়ে প্রায় ২৫% বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সক্ষম।

এবিবি ইন্ডিয়ার ইলেকট্রিকেশনের প্রেসিডেন্ট কিরণ দত্ত বলেন, "স্মার্ট শহুরে পরিবহনের জন্য দক্ষ প্রযুক্তির প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশি। আজ দেশের ৮০% মেট্রো নেটওয়ার্কে এবিবি প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। গত ২৫ বছর ধরে এবিবি কলকাতা মেট্রোর সাথে কাজ করছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের আওতায় স্থানীয় উৎপাদন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমরা ভারতের আধুনিক ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থার স্বপ্নকে সমর্থন জানাচ্ছি।"

এই প্রযুক্তিগুলো শিয়ালদহ-ফুলবাগান, জোকা-মাঝেরহাট, বিমানবন্দর, ব্লু লাইন করিডোর এবং ভারতের বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ স্টেশন 'জয় হিন্দ বিমানবন্দর' সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে বসানো হয়েছে। বিদ্যুৎ বণ্টন থেকে শুরু করে এয়ার কন্ডিশনিং পর্যন্ত সব পরিকাঠামো সামলে এই প্রযুক্তিগুলো কলকাতা মেট্রোর উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। ১৪০ বছরেরও বেশি ইতিহাসের অধিকারী এবিবি বিশ্বজুড়ে বিদ্যুতায়ন ও অটোমেশনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নাম।

এআই-এ আস্থা বাড়ছে ভারতের এমএসএমই-র

শিলিগুড়ি: দ্রুত ডিজিটাল রূপান্তর ঘটছে ভারতের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) খাতে। ভি বিজনেস এমএসএমই ইনসাইটস স্টাডি ২০২৬-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই), সাইবার নিরাপত্তা এবং আধুনিক কর্মক্ষেত্রের প্রযুক্তি এই পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৫৭ শতাংশ এমএসএমই ব্যবসা সম্প্রসারণে এ আই-কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে এবং ২৫ শতাংশ ইতিমধ্যেই এ আই ব্যবহার শুরু করেছে।

ভি বিজনেস-এর রেডি ফর নেক্সট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৬টি ক্ষেত্রের ২.৫ লক্ষেরও বেশি এমএসএমই-র তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের ডিজিটাল ম্যাচিউরিটি ইনডেক্স (ডিএমআই) ২০২৫ সালের ৫৮.০ থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে ৬০.৮-এ পৌঁছেছে। প্রায় ৪৬.৩ শতাংশ এমএসএমই সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মহিলা-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলির ডিএমআই (৬১.৬) পুরুষ-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলির তুলনায় বেশি। পাশাপাশি, আর্থিক প্রস্তুতি-কে প্রথমবার চতুর্থ মূল্যায়ন সূচক হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।

খাতভিত্তিকভাবে আর্থিক পরিষেবা ডিজিটাল পরিপক্বতায় শীর্ষে রয়েছে। এর পরেই রয়েছে আইটি এবং আইটিইএস, পরিবহন শক্তি ও ইউটিলিটি এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি। রাজ্যগুলির মধ্যে তেলেঙ্গানা ও কর্নাটক প্রথম দুই স্থানে রয়েছে, আর অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথমবার শীর্ষ ১০-এ জায়গা করে নিয়েছে। ডিজিটাল ওয়ার্কপ্লেস ও সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড -এর চিফ এন্টারপ্রাইজ বিজনেস অফিসার এম. পি. সুনীল কুমার বলেন, এ আই, ক্লাউড প্রযুক্তি এবং সাইবার নিরাপত্তায় বিনিয়োগ ভারতীয় এমএসএমই-গুলিকে আরও বুদ্ধিমান, নিরাপদ এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত করে তুলছে। সমীক্ষাটি উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র শিলিগুড়ির জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ। খুচরো ব্যবসা, পর্যটন, লজিস্টিক্স ও পরিষেবা খাতে এ আই, ডিজিটাল পেমেন্ট, ক্লাউডভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম এবং সাইবার নিরাপত্তার ব্যবহার বাড়লে ব্যবসার দক্ষতা ও গ্রাহক পরিষেবা আরও উন্নত হবে। একই সঙ্গে প্রযুক্তি সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

খুনের সাত বছর পর মিলল বিচার

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: বিশ্বকর্মা পুজোয় খুন। পুজোর আনন্দ মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই রক্তাক্ত ঘটনার জেরে। ২০১৯ সালের সেই ঘটনায় অবশেষে ন্যায়বিচার মিলল। সাত বছর পর খুনের মামলায় অভিযুক্ত আনন্দ ওরাওঁকে সম্প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

২০১৯ সালে বিশ্বকর্মা পুজোর বিসর্জন শেষে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিবেশী মাংলু ওরাওঁয়ের সঙ্গে অভিযুক্ত আনন্দ ওরাওঁয়ের মধ্যে বচসা বাধে। প্রথমে কথাকাটাকাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, উত্তেজিত হয়ে আনন্দ ওরাওঁ একটি লোহার রড দিয়ে মাংলু ওরাওঁয়ের উপর হামলা চালায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

উৎসবের রাতে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার পরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘ সাত বছর ধরে চলা বিচারপ্রক্রিয়ায় একাধিক সাক্ষ্যপ্রমাণ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্ত আনন্দ ওরাওঁকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। আদালতের রায়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন নিহত মাংলু ওরাওঁয়ের পরিবারের সদস্যরা।

পুলিশের হানায় ভেস্তে গেল চোলাই মদের কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বেলাকোবা: অবৈধ চোলাই মদের কারবারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার, ফুটকিপাড়া এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ তৈরির সরঞ্জাম, প্রস্তুত চোলাই মদ এবং ফারমেন্টেড ওয়াশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই বাড়িতে বেআইনিভাবে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রির কাজ চলছিল। এদিন পুলিশ অভিযান চালাতে পৌঁছতেই অভিযুক্ত ব্যক্তি বাড়ির পিছনের জঙ্গল দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে গোটা এলাকায় তল্লাশি চালানো হলেও তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

তল্লাশির সময় বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ কেজি বাখর (ইস্ট), ৫০ লিটার প্রস্তুত চোলাই মদ, চারটি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি এবং দুটি ফ্ল্যানেল উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা পাঁচটি বড় প্লাস্টিকের জারে প্রায় এক হাজার লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশের সন্ধান মেলে। আইন মেনে উদ্ধার হওয়া ওয়াশ ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে দেয় পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ মদের কারবার চলছিল। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ।

উত্তর-পূর্ব

ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বাড়ায় গুয়াহাটিতে বন্ধ ফেরি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন

গুয়াহাটি: টানা বৃষ্টির জেরে ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তর আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় গুয়াহাটি ও তার আশেপাশের এলাকায় সমস্ত ফেরি পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন দপ্তর জানিয়েছে, প্রবল স্রোত ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই ২৪ জুন, বুধবার থেকে এই আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

এর ফলে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ের মধ্যে যাতায়াতকারী দৈনিক শয়ে শয়ে যাত্রী চরম সমস্যায় পড়েছেন। একই সঙ্গে বন্ধ রাখা হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের মাঝে অবস্থিত বিখ্যাত পর্যটন ও তীর্থক্ষেত্র 'উমানন্দ মন্দির' দ্বীপের ফেরি চলাচলও। নদীগর্ভে জলস্তর বিপদসীমার নিচে না নামা এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতি এড়াতে যাত্রীদের বিকল্প পথ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শান্তি সমঝোতা ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা

হরমুজ প্রণালীতে সিঙ্গাপুরের জাহাজে ইরানের হামলা

বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক শান্তি সমঝোতার আবহ তৈরি হলেও, তা ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের মধ্যবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালীতে একটি পণ্যবাহী জাহাজের উপর ফের হামলা চালাল ইরান। মার্কিন সংবাদমাধ্যম আমেরিকার দুই শীর্ষ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে এই খবর নিশ্চিত করেছে। ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে সমঝোতা প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর এই প্রথম হরমুজে কোনও আন্তর্জাতিক জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটল।

ব্রিটিশ নৌনিরাপত্তা সংস্থা 'ইউকে মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস' জানিয়েছে, ২৫ জুন, বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী জাহাজ 'এভার লাভলি' যখন ওমানের দাহিট বন্দর থেকে ৭.৫ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল, তখন আকাশপথ থেকে কোনো ভারী বস্তু নিক্ষেপ করে সেটিকে নিশানা করা হয়। হামলায় জাহাজটির বেশ কিছু ক্ষতি হলেও সৌভাগ্যবশত কোনো ক্রু বা কর্মী হতাহত হননি।

এই হামলার ঘটনার ঠিক আগেই ইরানের আধাসামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে হুঙ্কার দিয়ে জানানো হয়েছিল— তেহরানের অনুমতি ছাড়া কোনো জাহাজ যেন হরমুজ প্রণালী অতিক্রম না করে। ফলে এই হামলাকে ইরানের কর্তৃত্ব না-মানার 'শাস্তি' হিসেবেই দেখছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। ঘটনার পর পরই রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনস্থ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন হরমুজ প্রণালীতে তাদের উদ্ধার অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার এই সাম্প্রতিক উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করেছে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ বিমান হামলার পর থেকে। তেহরানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, মার্কিন ও ইজরায়েলি বাহিনীর এক যৌথ অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই নিহত হয়েছেন। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, খামেনেই এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে লক্ষ্য করেই এই নিখুঁত হামলা চালানো হয়েছিল।

সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর পর তেহরানের রাস্তায় শোক ও ক্ষোভের ছায়া নেমে এসেছে। ইরান আপাতত প্রেসিডেন্ট-সহ তিন সদস্যের একটি কাউন্সিলের হাতে দেশ পরিচালনার ভার সমর্পণ করেছে এবং এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

ইরানের এই হুমকির জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে অত্যন্ত কড়া ভাষায় একটি বিবৃতি দিয়েছেন। ট্রাম্প লিখেছেন, "ওরা নাকি বলেছে প্রত্যাঘাত করবে। সেটা করার সাহস যেন না দেখায়। যদি করে, আমরা এমন আঘাত করব যা আগে কখনও দেখা যায়নি।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালীতে 'এভার লাভলি' জাহাজে এই হামলা আদতে খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরানের প্রথম সামরিক পালটা জবাব বা শক্তিপ্রদর্শন হতে পারে। এই ঘটনার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি গোটা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে এক বড়সড় যুদ্ধ পরিস্থিতির মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

অসমে উদ্ধার হওয়া সাতটি বিলুপ্তপ্রায় সোনালী লঙ্গুর এখন মুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিখনা জৌলাও জাতীয় উদ্যান

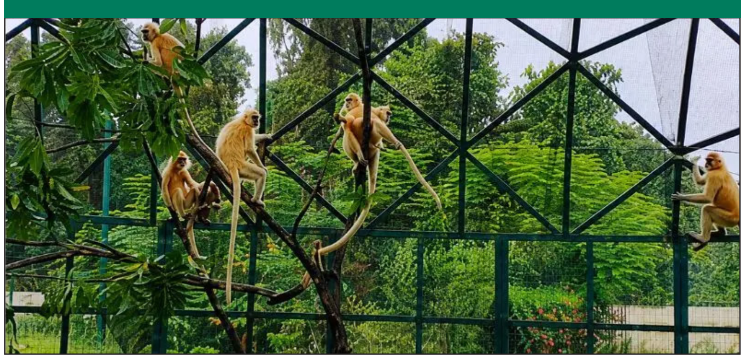

গুয়াহাটি: আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী পাচারচক্রের হাত থেকে উদ্ধার এবং দীর্ঘ পুনর্বাসনের পর অসমের 'সিখনা জৌলাও জাতীয় উদ্যান'-এ সম্প্রতি সফলভাবে মুক্ত করা হলো সাতটি বিলুপ্তপ্রায় সোনালী লঙ্গুরকে। ২৪ জুন, বুধবার আসামের বনমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবড়ুয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ এই সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, উদ্ধার হওয়া এই প্রিম্যাটদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধানে সুস্থ করে তোলার পর তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স চিরাং জেলায় একটি বড়সড় পাচারবিরোধী অভিযান চালিয়ে মোট আটটি সোনালী লঙ্গুর উদ্ধার করেছিল। গুয়াহাটি ও সিডলি পুলিশের যৌথ অভিযানে এক বাংলাদেশি সহ নয়জন আন্তর্জাতিক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। তবে দুঃখজনকভাবে, চিকিৎসার মাঝেই একটি লঙ্গুর মারা যায়। বাকি সাতটি লঙ্গুরকে বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ও পশু চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রেখে শারীরিক ও আচরণগতভাবে বনের পরিবেশে বেঁচে থাকার উপযোগী করে তোলা হয়।

বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, আসামের এই সাফল্য রাজ্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ইতিহাসে একটি বড় মাইলফলক। ভারতের 'বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২'-এর প্রথম তফসিলভুক্ত এই সোনালী লঙ্গুর পৃথিবীর অন্যতম বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত। বনমন্ত্রী মল্লবড়ুয়া এই সফল অভিযানের কৃতিত্ব দিয়েছেন বনবিভাগ, বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ প্রচেষ্টাকে। লঙ্গুরগুলির নতুন ঠিকানা হওয়া 'সিখনা জৌলাও জাতীয় উদ্যান' মূলত বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়নের চিরাং ও কোকড়াঝাড় জেলা জুড়ে বিস্তৃত। ৩১৬ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে থাকা এই উদ্যানটি ঐতিহ্যবাহী 'মানস বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সোনালী লঙ্গুরের মতো অত্যন্ত বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের অন্যতম প্রধান ও নিরাপদ প্রাকৃতিক বাসস্থান। বনমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপ আসামে শিকার ও অবৈধ বন্যপ্রাণী পাচারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের জিরো টলারেন্স নীতির এক কঠোর বার্তা।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96